হিন্দু পেট্রিয়টের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক

কৃষ্ণদাস পালের জীবনী।

THE LIFE OF
BABU KRISTO DAS PAL
THE LATE EDITOR OF THE HINDOO PATRIOT.

শ্রীরামগোপাল সান্ন্যাল প্রণীত ও প্রকাশিত।

Calcutta

PRINTED BY WOOMA CHURN CHUKRABUTTY.
AT
THE HERALD PRINTING WORKS.
189, Bow-bazar Street.

1890.

All rights reserved.

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

পৃষ্ঠা

[illegible]য়িক বিবরণ ... ... ১—৫

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কৃষ্ণদাসের জীবনী ও বাল্যশিক্ষা ... ... ৬—৯

হিন্দু মেট্রপলিটান কলেজে তাঁহার শিক্ষা ... ... ১০—১২

কৃষ্ণদাসের সাহিত্যশিক্ষা ও চর্চ্চা ... ... ১২—১৪

হেয়ার সাহেবের স্মৃতিচিহ্নসূচক বার্ষিক সভায় কৃষ্ণদাসের প্রথম ইংরাজী রচনা ... ... ১৪—১৭

তৃতীয় অধ্যায়।

কৃষ্ণদাসের সংসারপ্রবেশ ... ... ১৭—১৮

কৃষ্ণদাসের ব্রিটিস্ ইণ্ডিয়ান সভায় প্রবেশ ... ... ১৯—২৬

চতুর্থ অধ্যায়।

কৃষ্ণদাস হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক... ... ... ২৭—৩৪

হিন্দু পেট্রিয়টের সাম্যনীতি ... ... ৩৪—৩৬

বেলভিডিয়রে কৃষ্ণদাস ৩৬

লাট ভবনে কৃষ্ণদাস ৩৭

কৃষ্ণদাসের অসাধারণ স্মরণশক্তি ... ... ৩৭—৩৮

শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর, এট্‌কিন্সন্ সাহেব ও কৃষ্ণদাস ... ৩৯—৪০

রথযাত্রায় কৃষ্ণদাস ... ... ৪০—৪১

দুর্গোৎসবে কৃষ্ণদাস ... ... ৪১—[illegible]

কৃষ্ণদাসের আচারব্যবহার ৪৪

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞানসভা ও কৃষ্ণদাস ... [illegible]৫—৪৬

কলিকাতা মিউনিসিপালিটিতে কৃষ্ণদাস ... ... ৪[illegible]—৪৮

পৃষ্ঠা

কলিকাতায় আত্মশাসনপ্রণালী ও কৃষ্ণদাস ... ... ৪৮—৪৯
ব্যবস্থাপক সভায় কৃষ্ণদাস ৪৯
কৃষ্ণদাস ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ... ... ৪৯—৫১

পঞ্চম অধ্যায়।

কৃষ্ণদাসের চরিত্র ... ... ৫২—৫৩
কৃষ্ণদাসের গাম্ভীর্য্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষমাগুণ ... ... ৫৩—৫৫
কৃষ্ণদাসের বিলাসশূন্যতা ... ... ৫৬—৫৭
কৃষ্ণদাসের অমায়িকতা, পরোপকারিতা ও কার্য্যশীলতা ... ৫৮—৫৯
কৃষ্ণদাস ও রেবারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ... ... ৫৯—৬০
তৃষ্ণায় জলপানে চাকরী করিয়া দেওয়া ... ... ৬০—৬২
কৃষ্ণদাসের পারিবারিক অবস্থা ... ... ৬২—৬৩
গঙ্গাতীরে কৃষ্ণদাস ... ... ৬৩—৬৪

হিন্দু পেট্রিয়টের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক

কৃষ্ণদাস পালের জীবনী।

THE LIFE OF
BABU KRISTO DAS PAL
THE LATE EDITOR OF THE HINDOO PATRIOT.

শ্রীরামগোপাল সান্ন্যাল প্রণীত ও প্রকাশিত।

Calcutta

PRINTED BY WOOMA CHURN CHUKRABUTTY.
AT
THE HERALD PRINTING WORKS.
189, Bow-bazar Street.

1890.

All rights reserved.

অশেষগুণালঙ্কৃতা, দানশীলা, বিদ্যোৎসাহিনী,

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী সি, আই, ই

করকমলেষু—

মহারাণী,

আপনি অস্মদ্দেশের সমস্ত সৎকার্য্যেই মুক্ত হস্তে অর্থদান করিয়া অপূর্ব্ব দানশীলতার সহিত অলোক-সাধারণ মহত্ত্বপ্রকাশ করিতেছেন। বঙ্গের ভূম্যধিকারি-গণের নেতা, লোকপ্রসিদ্ধ কৃতী পুরুষ কৃষ্ণদাস পালের উপস্থিত জীবনী আপনার আনুকূল্যে ও উৎসাহেই প্রকাশিত হইল। কৃষ্ণদাসের অমূল্য জীবন দেশের হিতসাধনজন্যই উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। যিনি দেশের জন্য, অধিকন্তু দেশের প্রধান সম্প্রদায় জমীদারবর্গের নিমিত্ত আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, আপনি সেই অসাধারণ পুরুষের জীবনচরিত প্রকাশে সাহায্য করিয়া স্বীয় মহানুভাবতারই পরিচয় দিয়াছেন। কৃষ্ণদাসের জীবনী যেরূপ লোকসমাজের শিক্ষার বিষয় হইবে, সেই জীবনীপ্রকাশের প্রধান অবলম্বস্বরূপ আপনার উদারতা ও নিঃস্বার্থ হিতৈষিতাও সেইরূপ সমাজকে মহার্থ উপদেশ দিবে। এই উদারতা ও এই নিঃস্বার্থ হিতৈষিতার জন্য আমার কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ আপনার হস্তে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থসমর্পণ করিলাম।

ডাক্তারস্ লেন
তালতলা,
কলিকাতা।

একান্ত বশম্বদ।
শ্রীরামগোপাল সান্ন্যাল।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

পৃষ্ঠা

বংশীয়িক বিবরণ ... ... ১—৫

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কৃষ্ণদাসের জীবনী ও বাল্যশিক্ষা ... ... ৬—৯

হিন্দু মেট্রপলিটান কলেজে তাঁহার শিক্ষা ... ... ১০—১২

কৃষ্ণদাসের সাহিত্যশিক্ষা ও চর্চ্চা ... ... ১২—১৪

হেয়ার সাহেবের স্মৃতিচিহ্নসূচক বার্ষিক সভায় কৃষ্ণদাসের প্রথম ইংরাজী রচনা ... ... ১৪—১৭

তৃতীয় অধ্যায়।

কৃষ্ণদাসের সংসারপ্রবেশ ... ... ১৭—১৮

কৃষ্ণদাসের ব্রিটিস্ ইণ্ডিয়ান সভায় প্রবেশ ... ... ১৯—২৬

চতুর্থ অধ্যায়।

কৃষ্ণদাস হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক... ... ... ২৭—৩৪

হিন্দু পেট্রিয়টের রাজনীতি ... ... ৩৪—৩৬

বেলভিডিয়রে কৃষ্ণদাস ৩৬

লাট ভবনে কৃষ্ণদাস ৩৭

কৃষ্ণদাসের অসাধারণ স্মরণশক্তি ... ... ৩৭—৩৮

শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর, এট্‌কিন্সন্ সাহেব ও কৃষ্ণদাস ... ৩৯—৪০

রথযাত্রায় কৃষ্ণদাস ... ... ৪০—৪১

দুর্গোৎসবে কৃষ্ণদাস ... ... ৪১—৪৪

কৃষ্ণদাসের আচারব্যবহার ৪৪

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞানসভা ও কৃষ্ণদাস ... ৪৫—৪৬

কলিকাতা মিউনিসিপালিটিতে কৃষ্ণদাস ... ... ৪৬—৪৮

পৃষ্ঠা

কলিকাতায় আত্মশাসনপ্রণালী ও কৃষ্ণদাস ... ... ৪৮—৪৯
ব্যবস্থাপক সভায় কৃষ্ণদাস ৪৯
কৃষ্ণদাস ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ... ... ৪৯—৫১

পঞ্চম অধ্যায়।

কৃষ্ণদাসের চরিত্র ... ... ৫২—৫৩
কৃষ্ণদাসের গাম্ভীর্য্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষমাগুণ ... ... ৫৩—৪৫
কৃষ্ণদাসের বিলাসশূন্যতা ... ... ৫৬—৫৭
কৃষ্ণদাসের অমায়িকতা, পরোপকারিতা ও কার্য্যশীলতা ... ৫৮—৫৯
কৃষ্ণদাস ও রেবারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ... ... ৫৯—৬০
তৃষ্ণায় জলপানে চাকরী করিয়া দেওয়া ... ... ৬০—৬১
কৃষ্ণদাসের পারিবারিক অবস্থা ... ... ৬২—৬৩
গঙ্গাতীরে কৃষ্ণদাস ... ... ৬৩—৬৪

ভূমিকা।

১৮৮৭ খৃঃ অব্দে বিজয়নগ্রামের মহারাজার অর্থ সাহায্যে প্রথমে ইংরেজীতে কৃষ্ণদাস পালের জীবনচরিত প্রকাশিত হয়। এক্ষণে ইংরেজীতে অনভিজ্ঞ পাঠকবর্গের নিমিত্ত উপস্থিত ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল। ইংরেজী গ্রন্থ প্রকাশের পর, কৃষ্ণদাসের সম্বন্ধে অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প আমরা নানা লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম। উক্ত গল্প গুলি উপস্থিত পুস্তকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কৃষ্ণদাস পালের জীবনচরিত অস্মদ্দেশের বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাস বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ঈদৃশ ক্ষুদ্র গ্রন্থে সেই জীবনচরিতের সমস্ত বিষয় পরিস্ফুট করা সম্ভবপর নয়। কৃষ্ণদাস কিরূপে পবিত্র হিন্দুত্ব রক্ষা করিয়া হিন্দু সমাজের বরণীয় হইয়াছিলেন, আমি প্রধানতঃ তাহাই উপস্থিত গ্রন্থে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ইহাতে অঙ্গহীনতা ও আনুষঙ্গিক অনেক দোষ থাকিতে পারে; সহৃদয় পাঠকবর্গ তৎসমুদয়ের মার্জ্জনা করিয়া, কৃষ্ণদাসের জীবনীর মূল উপদেশ কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিলেই চরিতার্থ হইব। পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, বন্ধুপ্রবর শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় এই পুস্তকপ্রণয়নে আমার যথোচিত সহায়তা করিয়াছেন। ইতি

শ্রীরামগোপাল সান্ন্যাল।

অশুদ্ধ সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৮	৬	শস্ত	শম্ভু
৩০	৫	সম্পদক	সম্পাদক
৩০	১৯	প্রস্তাবকাবীদিগের	প্রস্তাবকারীদিগের
৩৬	৫	রাধানাথ	রাধাচরণ
৫৬	১২	প্রত্যূষে	প্রত্যুষে
৬২	১৬	১৮৭২	১৮৭২ খৃঃ অব্দে

কৃষ্ণদাসের জীবনী।

প্রথম অধ্যায়।

সাময়িক বিবরণ।

পাশ্চাত্য রীতি অনুসারে কৃষ্ণদাস পালের জীবনী লিখিবার পূর্ব্বে তাঁহার সময়ের বিবরণ পুস্তকের প্রারম্ভে সন্নিবেশিত করা অনেকে প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন। সময়ের পরিবর্ত্তনে, অদৃষ্টের অনিবার্য্য শক্তিবলে, হিন্দুতনয় কৃষ্ণদাস কিরূপে ইংরাজীশিক্ষিত হিন্দুর মুখপাত্র হইয়াছিলেন, তাহা বুঝাইবার জন্য হিন্দু সমাজের ও বঙ্গদেশের তদানীন্তন অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকটিত হইল।

১৮৩৮ খৃঃ অব্দের বৈশাখ মাসে যখন প্রাতঃস্মরণীয়, স্বনামপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণদাস কলিকাতা মহানগরীর কাঁশারিপাড়াস্থিত এক অন্ধকারময়, অপরিচ্ছন্ন সামান্য গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন, তখনকার বঙ্গের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার বিস্তর প্রভেদ। তখন গবর্ণর জেনেরল্ লর্ড অক্‌লাণ্ড বঙ্গ-ভূমির শাসনদণ্ডের পরিচালক। বঙ্গে তখন স্বতন্ত্র লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের পদের সৃষ্টি হইবে বলিয়া

কাহারও ধারণা ছিলনা। ইংরেজের প্রবর্ত্তিত সর্ব্বগ্রাসিনী শাসনপ্রণালী তখনও বঙ্গের কতিপয় প্রধান নগর ব্যতীত অন্যস্থানে সম্পূর্ণরূপে বদ্ধমূল হয় নাই। কৃষ্ণনগর, বর্দ্ধমান, মুরশিদাবাদ, রাজসাহী প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরে মাজি-ষ্ট্রেট ও পোলীসের ভীষণ প্রতাপ তখনও প্রভাত তপ-নের ন্যায় ধীরে ধীরে বিকাশ পাইতেছিল। সিবিলিয়ান মাজিষ্টেটগণ তখন দেশের ভাষায় ও অবস্থায় সম্পূর্ণ অন-ভিজ্ঞ হওয়াতে জমীদারবর্গের উপর অনেক বিষয়ে নির্ভর করিতেন। ইংরেজের রাজশক্তি তখনও পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশিতহইয়া সাধারণকে স্তম্ভিত করিয়া তুলে নাই। বঙ্গের প্রতি নগর, প্রতি পল্লী, ধন ধান্যে পরিপূর্ণ ছিল। হিন্দু ও মুসলমান জমীদারগণ তখন এই ধনধান্যপূর্ণ নগরে ও পল্লীতে অপ্রতিহতভাবে আধিপত্য করিতেন। ঐ সকল ভূস্বামীর প্রজারঞ্জকতায়, দানশীলতায় ও সৎকার্য্য-নিষ্ঠায় বঙ্গদেশ তখন এক অপূর্ব্ব সুখময় স্থান ছিল। নদীয়া জেলায় তখন বিদ্যোৎসাহী নবদ্বীপাধিপতি রাজা গিরিশচন্দ্র রায়বাহাদুর কৃষ্ণনগরের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। উলার (যাহাকে বীরনগর বলে) রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ভূস্বামী বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের হিন্দুশাস্ত্রসম্মত ক্রিয়া কলাপে মধ্য বঙ্গের জন সাধারণ আহ্লাদ ও প্রীতি প্রকাশ করিতেছিল।

কথিত আছে স্নানযাত্রা পর্ব্বাহে বামনদাস বাবু তৈলঙ্গ, দ্রাবিড়, কাশী ও মিথিলা প্রভৃতি স্থান হইতে ব্রাহ্মণ

পণ্ডিত আমন্ত্রিত করিয়া প্রতি বৎসর তাঁহাদিগের পাথেয় ও বিদায় দিতেন। নড়ালের প্রসিদ্ধ কায়স্থ জমীদার রতন রায়ের নাম যে ব্যক্তি না জানে, সে বঙ্গের ইতিহাস কিছুই জানে না। রতন বাবুর দুর্গোৎসবে প্রায় সহস্র ব্রাহ্মণ চণ্ডী পাঠে ব্রতী হইতেন, লক্ষ জবা, লক্ষ পদ্ম দিয়া ভগবতীর পূজা শেষ হইত। কাঙ্গালি ভোজন, অতিথি সেবার কথা বলা বাহুল্য। বারেন্দ্রভূমি রাজসাহীর বারেন্দ্র ভূস্বামিগণের সৎক্রিয়াকলাপে সাধারণে কিরূপ উপকৃত ছিল, তাহা অনেকেরই জানা আছে। জানা নাই কেবল কতক গুলি ইংরেজী শিক্ষানবীসের। খর প্রবাহিনী পদ্মা নদী কালে বিশুষ্ক হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দির, অতিথিশালা, স্কুল ও চিকিৎসালয় বিলুপ্ত হইবার নহে। বাহুল্য ভয়ে অন্যান্য স্থানের বিষয় এই স্থানে লিখিত হইল না। অর্দ্ধ শতাব্দীর পূর্ব্বে বঙ্গের এক অবস্থা ছিল, এখন আর এক অবস্থা হইয়াছে। পূর্ব্বের অবস্থার সহিত তুলনায় বঙ্গের বর্ত্তমান অবস্থার যুগান্তর উপস্থিত। কৃষ্ণদাস যখন যুবক, তখনও বঙ্গে পেটের জ্বালা উপস্থিত হয় নাই, উদারান্নের অভাব হয় নাই। যেখানে পেটের জ্বালা, ঘোরতর দারিদ্র্যের পূর্ণ বিকাশ, সেই খানেই ধর্ম্মবিভ্রাট। অদ্য বঙ্গদেশ একমুষ্টি অন্নের নিমিত্ত লালায়িত, সুতরাং দারিদ্র্যে মর্ম্মাহত। কৃষ্ণদাস যৌবনে দেখিলেন, তাঁহার প্রিয়তমা জন্মভূমি অপরের দ্বারে ভিক্ষাপ্রার্থিনী, জমীদারগণ উৎসন্ন ও শ্রীভ্রষ্ট, মধ্যশ্রেণী শুষ্ককণ্ঠ ও নিম্নশ্রেণী মৃত প্রায়। আই

তিনি দল পাকাইয়া ব্রিটিস্ ইণ্ডিয়ান সভার অধিনেতা হইয়া দেশের পক্ষে অনেক বাক্‌যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাসের জন্ম সময়ে কলিকাতা মহানগরীর হিন্দু সমাজের অবস্থাও মন্দ ছিলনা। স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, রাজা কমলকৃষ্ণ দেব-বাহাদুর, রামকমল সেন প্রভৃতি হিন্দুগণের সৎক্রিয়াকলাপ, মফস্বলের জমীদারগণের বদান্যতা ও দানশীলতার অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন ছিল না। এই মহানগরী যে সকল কলেজ, হাঁসপাতাল ও অতিথিশালাদ্বারা পরিশোভিত রহিয়াছে, তৎসমুদয় ঐ ভূম্যধিকারিবর্গের অপূর্ব্ব দানশীলতা ও সৎ-কার্য্যের মহত্ত্ব প্রচার করিতেছে। রমানাথ, হরচন্দ্র ঘোষ, ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় দয়াবান হিন্দু না থাকিলে কৃষ্ণদাস বঙ্গীয় হিন্দুর মুখপাত্র ও নেতা হইতে পারিতেন না! এই সকল লোক হিতৈষী—মনস্বী ব্যক্তি-গণের স্নেহে বালক কৃষ্ণদাস পরিবর্দ্ধিত হইয়া পরে রাজ-নীতিবিশারদ হইয়া ছিলেন। তদানীন্তন কলিকাতায় হিন্দু সমাজ বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় বিশৃঙ্খল, যথেচ্ছাচার বা মাৎসর্য্য পূর্ণ ছিলনা। তখন ইংরেজী শিক্ষার বহুল প্রচার হয় নাই। উহা সংকীর্ণ স্থানে সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ছিল। ১৮৩৮ সালে রামগোপাল ঘোষ* কেল্‌সাল্ কোম্পানির মুচ্ছুদ্দি, কৃষ্ণমোহন খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী, রামতনু লাহিড়ী স্কুলের

* উপস্থিত গ্রন্থকার প্রণীত General Biography of Bengal Celebrities Vol. I. p. 140.

শিক্ষক, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, রাধানাথ সিক্‌দার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট। ইঁহারাই হিন্দু কলেজের প্রথম ও প্রধান ছাত্র। ইহাঁদিগের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির যৌবন সুলভ উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিয়া বাবু প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ কেশবচরিতে তখনকার হিন্দু সমাজকে এইরূপ বিকৃত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন

"But when Keshub Chandra Sen turned out of College in 1858, and we also about the same time, Hindu Society in Bengal presented a chaos."

অর্থাৎ যখন কেশবচন্দ্র সেন ১৮৫৮ সালে পাঠ সমাপ্ত করিয়া কলেজ হইতে বহির্গত হন, তখন বঙ্গের হিন্দু সমাজে ঘোরতর উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল। বঙ্গ সমাজ সম্বন্ধে প্রতাপ বাবুর এই কথা অতিরঞ্জিত ও ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ হয়।

কৃষ্ণদাস কেশবের সমকালীন লোক ছিলেন বলিয়াই আমরা ইহা বলিতে বাধ্য হইলাম। যাহা হউক, কৃষ্ণদাস যখন ১৮৫৭ খৃঃ স্কুল পরিত্যাগ করেন, তখন কলিকাতায় ইংরেজী কৃতবিদ্যদিগের সংখ্যা অতি অল্প, এবং তাহাদিগের মধ্যে কতক গুলির আচার ব্যবহার বড়ই দূষণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কৃষ্ণদাস নিজে কৃতবিদ্য হইয়া, কিরূপে এই সকল দোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলের শ্রদ্ধাস্পদ হইয়াছিলেন, তাহা পরে বর্ণিত হইতেছে।

কৃষ্ণদাসের বাল্য জীবনী।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কৃষ্ণদাস ১৮৩৮ খৃঃ এপ্রিল মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ঈশ্বরচন্দ্র পাল। ইনি জাতিতে তিলি* নব শাখের এক শ্রেণী। ব্যবসা বাণিজ্য ইহাঁদিগের কুলাগত রীতি। ঈশ্বর পাল মহাশয়ও ব্যবসায়ী লোক ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠ শৈশবে কালগ্রাসে পতিত হন। সুতরাং দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণদাসকে তাঁহার এক মাত্র পুত্র বলিয়া লোকে জানে। কৃষ্ণদাসের পিতার সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় আমরা কিছুই বলিতে পারি না, কারণ, এ দেশে সামান্য লোকের সন্তান বড় লোক হইলে, তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের হীনাবস্থার কথা প্রায়ই অনেকে বলিতে চাহেন না।

* মুরালীধর পাল,
|
নীলাম্বর পাল,
|
কৌতুকচন্দ্র পাল,
|
স্বরূপচন্দ্র পাল,
|
ঈশ্বরচন্দ্র পাল,
|
কৃষ্ণদাস পাল,
|
রাধাচরণ পাল।

কোন ব্যক্তি গণ্য মান্য হইবার পূর্ব্বে লোকে তাহার কিছুই খোজ খবর রাখেন না। বড় লোক বলিয়া কৃষ্ণ-

দাস প্রসিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা কিরূপে দিনাতিপাত করিতেন, তাহা অনেকের জানা নাই। যে সকল ব্যক্তি ইহা জানিতেন তাঁহাদের কেহই জীবিত নাই। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদিগের বেশি বলিবার নাই। পূর্ব্বোক্ত কারণ বশত কৃষ্ণদাসের বাল্য জীবনীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া কঠিন।

সাত বৎসর বয়ঃক্রম কালে কৃষ্ণদাস গৌরমোহন আঢ্যর স্কুলের (যাহাকে এখন ওরিয়াণ্টাল সেমিনারি বলে) অন্তর্গত এক পাঠশালে বাঙ্গালা শিক্ষা করেন। তখনকার গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় সামান্য অঙ্ক, হস্ত লিখন, ও চাণক্যের শ্লোকাদি শিক্ষা দেওয়া হইত। কৃষ্ণদাস বাঙ্গালা পরীক্ষায় মেডাল পাইয়া ছিলেন। তখন বালকদিগকে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা শিক্ষা দিবার উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তকাদি ছিল না, এবং বাঙ্গালা ভাষার এখনকার মত আদরও ছিল না। এই সকল ও অন্যান্য কারণে কৃষ্ণদাস পঠদ্দশায় ভাল বাঙ্গালা জানিতেন বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। যৌবনে ইংরাজীতে উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন বলিয়া বাঙ্গলার চর্চ্চা কিছুই করেন নাই। বাঙ্গলায় চিঠি পত্র লিখিতে আমরা তাঁহাকে কখনও দেখি নাই। এ বিষয়ে বাবু কেশব চন্দ্র সেন ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য ইংরেজী কৃতবিদ্যগণ তাঁহার অপেক্ষা বেশি প্রতিষ্ঠা দেখাইয়াছেন। মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার হতশ্রদ্ধা ছিল না, তবে অবস্থা দোষে তিনি উহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া যাইতে পারেন নাই।

১৮৪৮ অব্দে, দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে কৃষ্ণদাস গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে ইংরাজি শিখিতে আরম্ভ করেন। কিরূপে কৃষ্ণদাসের এই শিক্ষার সূত্রপাত হইয়াছিল, কিরূপেই বা তাঁহার স্কুলের বেতনাদি দেওয়া হইত, কোন কোন পুস্তক তিনি কিরূপ পড়িতেন ও পড়িতে ভাল বাসিতেন, কোন্ কোন্ শিক্ষক তাঁহার অসামান্য বুদ্ধি শক্তির পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন এই সকল বিষয়ের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ এখন সংগ্রহ করা কঠিন। ১৮৭৮ সালে ইণ্ডিয়ান মিরার দৈনিক পত্রে কৃষ্ণদাসের এক সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হয়। কথিত আছে কৃষ্ণদাস উহা ছাপা হইবার পূর্ব্বে উহার প্রুফ সংশোধন করিয়া দিয়া ছিলেন। ইহাতে জানা যায় যে ১৮৫৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি উক্তস্কুলে বিশেষ পরিশ্রম ও যত্নের সহিত ইংরাজী শিক্ষা করেন। পরে বাবু হরেকৃষ্ণ আঢ্য (উক্ত স্কুলের কর্ত্তা) "Enfield's Speaker" এনফিল্ড স্পিকার নামক গ্রন্থ তাঁহাদের ক্লাশে পড়াইতে না দেওয়ায় তিনি ঐ স্কুল পরিত্যাগ করেন। তৎপরে পাদরী মিল্নি (Mr. Milne) সাহেবের গৃহে তিনি পাঠাভ্যাস করেন। বাইবল ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থ পাদরী মহাশয় পড়াইতে অসম্মত হওয়ায় কৃষ্ণদাস তাঁহার নিকট আর পড়িতে গেলেন না। ইহাতেই স্পষ্টই বোধ হয়, কৃষ্ণদাসের যৌবন কাল হইতেই পরধর্ম্মে আস্থা ছিল না। স্বীয় ধর্ম্মে থাকিয়া দেশের উপকার করা তাঁহার জীবনের এক উদ্দেশ্য ছিল।

তাঁহার চরিত্রবর্ণনসময়ে এই সম্বন্ধে আরও বিস্তৃতরূপে কৃষ্ণদাসের ধর্ম্মভাবের কথা বলা হইবে।

কৃষ্ণদাস গৌরমোহন আঢ্য মহাশয়ের স্কুলে কিরূপে শিক্ষিত হইয়াছিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই। তাঁহার সমপাঠী শ্রদ্ধেয় মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমাদিগকে বলেন যে, সে সময়ে তাঁহাদের স্কুলের বেতন ২ কিংবা ৩ টাকা ছিল। বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে গৌরীশঙ্কর বা গুড়্গুড়ে ভট্টাচার্য্যের (ভাস্কর সংবাদপত্রের সম্পাদক) কৃত বাঙ্গালা পুস্তক জ্ঞানপ্রদীপ, ও শ্যামাচরণ সরকারের ব্যাকরণ তাঁহারা পড়িয়া ছিলেন। শম্ভু বাবুর বিশ্বাস কৃষ্ণদাস এই স্কুলের অবৈতনিক ছাত্র ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই লেখা পড়ায় কৃষ্ণদাসের প্রগাঢ় যত্ন ও অধ্যবসায় ছিল। বাবু গৌরমোহন আঢ্যের স্কুল পরিত্যাগ করিয়া তিনি রেবারেণ্ড মর্গানের (পেরেণ্টাল একাডেমিক্ ইনিষ্টিটিউসনের প্রিন্সিপাল) নিকট প্রাতঃকালে ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শনশাস্ত্র পাঠ করেন। এই মর্গান সাহেব পরে (Doveton College) ডবটন কলেজের প্রিন্সিপাল বা প্রধান অধ্যক্ষ হন।

হিন্দু মেট্রপলিটান কলেজে

কৃষ্ণদাসের শিক্ষা।

উক্ত কলেজ কি অবস্থায় কাহার দ্বারা সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা এই স্থানে সংক্ষেপে লিখিত হইল। কথিত আছে হিন্দুদিগের শিক্ষার জন্য ১৮১৩ খৃঃ হিন্দু কলেজ প্রথম সংস্থাপিত হয়। হিন্দু কলেজের প্রথম ছাত্রদিগের নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু রামতনু লাহিড়ী মহাশয় বলেন যে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ প্রথমে উক্ত কলেজের শিক্ষক ছিলেন। মিষ্টার ডি আন্‌সেলেম (Mr. D. Anslem) প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করেন। ইনি জাতিতে পর্ত্তুগীজ। দ্বিতীয় শিক্ষকের নাম মিষ্টার জর্জ্জ মেলিস্ (Mr. George Mellis) ইনি ইষ্টইণ্ডিয়ান। তৃতীয় শিক্ষকের নাম মিষ্টার হালিফাক্স (Mr. Halifax) চতুর্থের নাম বিখ্যাত মিষ্টার ডিরোজিও সাহেব (Mr. Derozio)। ইংলণ্ডে যেমন আর্নলণ্ড সাহেবের নাম জগৎবিখ্যাত, বঙ্গে ডিরোজিওর সেইরূপ। ইঁহার সুশিক্ষা গুণে ৺রাম গোপাল ঘোষ বিষয়ী হইয়া সত্যনিষ্ঠ হইয়া ছিলেন, কৃষ্ণমোহন ও রামতনু প্রভৃতি ছাত্রগণ অশেষ প্রশংসনীয় গুণে গুণী হইয়াছিলেন। কয় বৎসর পরে উক্ত কলেজের কার্য্যাধ্যক্ষ্যগণ গবর্ণমেণ্টকে ইহার তত্ত্বাবধারণের ভার প্রদান করেন। কালক্রমে গবর্ণমেণ্ট ঐ কলেজের কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ করেন। লর্ড ডালহাউসির সময়ে Lex Looi Act লেক্স লোয়াই আইন পাশ হইলে

হিন্দুগণ মর্ম্মাহত হন। এই আইন দ্বারা ভারতবাসীগণ বিধর্ম্মী হইলেও পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন না ইহাই স্থিরীকৃত হয়। তৎপরে লর্ড ডালহাউসির ইচ্ছানুসারে হিন্দু কলেজে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীর সন্তানগণকে শিক্ষা দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। এই আদেশানুসারে এক বাইজীর সন্তানকে উক্ত কলেজে ভর্ত্তি করা হয়। হিন্দুগণ ইহাতে ক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত হইয়া আপনাদিগের সন্তানের শিক্ষার জন্য আর একটী কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব করেন। দেশহিতৈষী খ্যাতনামা রাজেন্দ্র নাথ দত্তের উদ্যোগে ও আন্তরিক যত্নে, ১৮৫৪ খৃঃ হিন্দু মেট্রপলিটান কলেজ সংস্থাপিত হয়। রাজেন্দ্র বাবু এই কলেজ সংস্থাপনের জন্য মতিলাল শীল মহাশয়ের বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ও কৃষ্ণমোহন মল্লিক মহাশয় ঐ কলেজের কার্য্যকারী সভার সম্পাদক ছিলেন। বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলেন যে ঐ সময়ে বাবু নবীনচন্দ্র দাস অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, ও তারাশঙ্করের কাদম্বরী এই সময়ে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই সকল বাঙ্গালা পুস্তক উক্ত কলেজের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদিগের পাঠ্য হইয়াছিল।

ঐই কলেজে কৃষ্ণদাস দুই বৎসর অধ্যয়ন করেন। কাপ্তেন ডি এল রিচার্ডসন, উইলিয়ম মাস্টারস্, উইলিয়ম কার্ক প্যাট্রিক এই কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে এই কলেজ অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই।

সিপাহীবিদ্রোহের পূর্ব্বেই উহা বন্ধ হইয়াছিল। কৃষ্ণদাস ১৮৫৭ খৃঃ উক্ত কলেজ পরিত্যাগ করিয়া ঘরে বসিয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত পুস্তকাদি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। কলিকাতার সাধারণ পুস্তকালয়ে (Metcalfe Hall) যে সকল ভাল ভাল পুস্তক আছে, তাহা কৃষ্ণদাস ও শম্ভু বাবু একত্রে পাঠ করিতে লাগিলেন। বাল্য কাল হইতেই কৃষ্ণদাস শান্ত, নিরীহ, বিনয়ী, ও পরিশ্রমশীল ছিলেন। ক্রমে যৌবনে ও প্রৌঢ়াবস্থায় সেই সকল মানসিক ও নৈতিক গুণের পূর্ণ-বিকাশে কৃষ্ণদাস কিরূপে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের শীর্ষ স্থানীয় হইয়াছিলেন, তাহা ক্রমে বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কৃষ্ণদাসের সাহিত্যশিক্ষা ও চর্চ্চা।

যৌবনের প্রারম্ভ হইতে কৃষ্ণদাস ইংরাজীতে রচনাদি করিতে বড় ভাল বাসিতেন। তাই, তিনি তাঁহার সমপাঠী-গণের সঙ্গে সমবেত এক হইয়া ডিবেটিং ক্লব (Debating club) সংস্থাপন করেন। এই সকল সমপাঠীর সমিতিতে তিনি মধ্যে মধ্যে সুন্দর রচনাদি পাঠ ও বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার সমপাঠী শ্রীযুক্ত বাবু বদনচন্দ্র শেঠ বলেন যে, এই সকল সভায় কৃষ্ণদাসের অনুরোধে কার্ক প্যাট্রিক্ ও কাওয়েল সাহেব বক্তৃতা দিতেন।

বাবু বদনচন্দ্র শেঠ বলেন যে ১৮৫৬ খৃঃ মার্চ মাসে কৃষ্ণদাস ডবটন কলেজের অধ্যক্ষ জর্জ স্মিথ্ সাহেবকে (George Smith, Principal, Deveton College and afterwards the Editor of the *Friend* of *India*) (ইনি পরে ফ্রেণ্ড্ অব্ ইণ্ডিয়ার সম্পাদক হন) ঐ ক্লবে "জাতীয় চরিত্র গঠনে দেশের শক্তির বিকাশ" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করেন। জর্জ স্মিথের বক্তৃতা শেষ হইলে, পাদরীপুঙ্গব ডাক্তার ডফ্ এক বক্তৃতা করেন। কৃষ্ণদাস তখন যুবা, এমন কি তখনও তাঁহার মুখে গোঁপ ও দাড়ীর রেখা উঠে নাই। যুবক কৃষ্ণদাস নির্ভীকচিত্তে, পাদরীপুঙ্গব ডফের প্রতিবাদ করিয়া এক পাণ্টা বক্তৃতা প্রদান করেন।

বাল্যকাল হইতে কৃষ্ণদাস স্বধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। তিনি আমাদিগকে বারম্বার এই কথা বলিতেন যে স্বজাতির মঙ্গল করিতে হইলে, দেশের জাতীয় ধর্ম্মে ও আচারে আস্থাবান হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ডাক্তার ডফ্ হিন্দুধর্ম্ম বিলোপ করিবার যে বহুল প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহা বোধ হয় পাঠকবর্গ জানেন। ঐ সকল মিসনরিগণ সময়ে সময়ে হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি বড় আক্রোশ প্রকাশ করিতেন। কৃষ্ণদাস হিন্দু পেট্রিয়ট স্তম্ভে প্রতিনিয়ত তাহার ঘোরতর প্রতিবাদ করিতেন। প্রকাশ্য সভায় ডাক্তার ডফের মতের প্রতিবাদ করা বড় সহজ কাজ নহে। কৃষ্ণদাস স্বধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত যে অসীম সাহসে পণ্ডিতবর পাদরী মহাশয়ের প্রতিবাদে সমর্থ

হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার গৌরবের কথা। মিসনরিগণ আমাদের দেশের শিক্ষা প্রচারে, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি সাধনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহা কৃষ্ণদাস অস্বীকার করিতেন না, কিন্তু তাহাদিগের হিন্দু ধর্ম্ম বিদ্বেষ দেখিলেই কৃষ্ণদাস সম্মানের সহিত তাহার প্রতিবাদ করিতেন। কৃষ্ণদাস এই জন্য হিন্দু সমাজে বড় আদরণীয় হইয়াছিলেন।

হেয়ার সাহেবের স্মৃতিচিহ্ন সূচক বার্ষিক সভায়।

কৃষ্ণদাসের প্রথম ইংরেজী রচনা।

মহামতি ডেবিড হেয়ার আমাদের দেশের একজন হিতৈষী লোক ছিলেন। তিনি আমাদিগকে ইংরেজীতে সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র করিবার জন্য যত্ন, পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। ১৮৪২অব্দের জুন মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। কলিকাতার শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রতি বৎসর তাঁহার মৃত্যুর তারিখে একটী প্রকাশ্য সভায় সমবেত হইয়া, বক্তৃতা ও রচনাপাঠ প্রভৃতি করিয়া থাকেন। হেয়ার সাহেবের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এই বার্ষিক সভার অধিবেশন হইয়া থাকে।

১৮৫৬ খৃঃঅব্দের ১লা জুন উক্ত বার্ষিক সভায় কৃষ্ণদাস "ইয়ং বেঙ্গল", অর্থাৎ নব্য শিক্ষিত বঙ্গযুবক সম্বন্ধে একটি

ইংরেজী প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই রচনা সেই সময়ে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধটী অতি সুন্দররূপে লিখিত হইয়াছিল। কৃষ্ণদাস ইহাতে ইংরেজ শিক্ষিত কতিপয় ব্যক্তির অব্যবস্থিততা সম্বন্ধে অনেক আক্ষেপ প্রকাশ করেন। রচনা মুদ্রাঙ্কিত হইলে ফেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া নামক সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রে উহার তীব্র সমালোচনা বাহির হয়। সমালোচক উক্ত কাগজের প্রসিদ্ধ সম্পাদক মেরিডিথ্ টাউনসেণ্ড সাহেব (Mr. Meredith Townsend) সম্পাদক মহাশয় উহার সমালোচনকালে অবজ্ঞাসূচক ও শ্লেষপূর্ণ শিরোনাম দিয়া এক পাণ্ডিত্য পরিপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধের শিরোনাম "অহঙ্কারীর বৃথা গর্ব।" এই শিরোনাম দ্বারা প্রবন্ধের অসারত্ব প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হয়। কথিত আছে কাপ্তেন ডিএল রিচার্ডসন্ স্বীয় ছাত্রের পক্ষ হইয়া কলিকাতা লিটারারি গেজেটে (Calcutta Literary Gazette) টাউনসেণ্ড সাহেবের সমালোচনার প্রতিবাদ করিয়া ছিলেন।

কৃষ্ণদাসের এই রচনায় গভীর গবেষণা, বা প্রগাঢ় চিন্তার বিশেষ চিহ্ন লক্ষিত হয় না। কৃষ্ণদাস তখন ১৮বৎসরের বালক, কাজে কাজেই তাঁহার রচনাটিও বালকোচিত হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতে তিনি ইংরাজী লিখিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। সহজ ও সরল ভাবে তিনি আপনার বক্তব্য বা লিখিতব্য বিষয় লিখিতে বা বলিতে চেষ্টা করিতেন। শম্ভু বাবু আমাদিগকে বলেন যে, কৃষ্ণদাস অন্যান্য ছাত্রদিগের

অপেক্ষা অধিক লিখিতে ভাল বাসিতেন। এমন কি পরীক্ষার সময় প্রশ্নের উত্তর দানে তিনি বড়ই বিস্তৃত রূপে লিখিতে প্রয়াস পাইতেন। এই লেখার ক্ষমতা বলে তিনি পরিশেষে ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান সভার যাবতীয় দরখাস্ত এরূপ সুন্দর সহজ ভাবে, এবং বিশেষ যুক্তি ও বুদ্ধি সহকারে লিখিতেন যে সময়ে সময়ে ইংরেজগণ আশ্চর্য্য হইতেন। তাঁহার এই রচনা বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে প্রতীত হইবে যে কৃষ্ণদাসের মনে বাল্যকাল হইতে এই ধারণা হইয়াছিল যে বঙ্গে প্রথম ইংরেজী শিক্ষার ফল বড় বিষময়। তাই তিনি অতি দুঃখের সহিত রচনার এক স্থানে এই কথা বলিয়া ছিলেন। "ইংরেজ শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের পিতৃস্থানীয় গণ (Patriarchs) স্বদেশবাসীদিগকে ঘৃণা ও বিদ্রুপ করিতেন। নিজে হিন্দু সন্তান হইয়া, হিন্দুর নাম সংস্রব যাহাতে আছে, তাহাতেই তাঁহারা প্রগাঢ় বিদ্বেষ দেখাইতেন। হিন্দুর কার্য্যকলাপে তাঁহাদের আন্তরিক অশ্রদ্ধা ছিল। অপর দিকে ইংরেজের সকল বিষয়ই তাঁহারা ভাল বোধ করিতেন ও তাঁহাদের মতে অনুকরণীয়" হইয়াছিল। হিন্দু শিক্ষিতমণ্ডলীর পক্ষে এইরূপ আচরণ যে দূষণীয় তাহা কৃষ্ণদাস অল্প বয়সেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি যখন মানুষের মধ্যে মানুষ বলিয়া গণ্য হইলেন, তখন তিনি হিন্দু কলেজের কতিপয় ছাত্রদিগের অহিন্দু ব্যবহারে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া স্বীয় জীবনে এক অপূর্ব্ব হিন্দু ভাব

গ্রন্থকর্ত্তৃর Life of Kristodas Pal p. 46

দেখাইয়াছিলেন। কৃষ্ণদাসের এই হিন্দু ধর্ম্মনিষ্ঠতা তাঁহার এত প্রতিপত্তির মূলীভূত কারণ।

হিন্দুকলেজের কতিপয় ছাত্রের দুর্ম্মতি ও দুর্নীতি দেখিয়া কৃষ্ণদাসের মনে বড়ই অশ্রদ্ধার সঞ্চার হইয়াছিল। সেই অশ্রদ্ধাবশতঃ তিনি সর্ব্বদা নিজের জীবনে ও কার্য্য-কলাপে হিন্দুর মাহাত্ম্য দেখাইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। সেই জন্য হিন্দুসমাজে তাঁহার এত আদর ও সম্মান হইয়াছিল। প্রস্তাবান্তরে, এ বিষয়ে, আরও অনেক কথা আমরা বিশদরূপে বলিতে চেষ্টা করিব।

তৃতীয় অধ্যায়।

কৃষ্ণদাসের সংসারপ্রবেশ।

১৮৫৬ খৃঃ কৃষ্ণদাস কলেজ পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু কোন্ ব্যবসা অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন, এই বিষম সমস্যা তাঁহার মনে উপস্থিত হইল। সকল দেশে, বিশেষতঃ আমাদের ন্যায় দরিদ্র, বিজাতীয়শাসিত দেশে শিক্ষিত যুবকের পক্ষে ইহা বড় বিষম সমস্যার কথা। পূর্ব্বকালে লোকে আপনার জাতীয় ব্যবসা অবলম্বন করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে দিনাতিপাত করিতেন। ইংরাজী শিক্ষালাভ করিয়া পৈতৃক ব্যবসা অবলম্বন করা কৃষ্ণদাসের পক্ষে অস-

স্থব হইল। ক্রাজে কাজেই তিনি বাবু হরিচন্দ্র ঘোষের সুপারিসে ও অনুগ্রহে ২৪ পরগণার আলিপুরের জজের কাছারিতে অনুবাদকের পদে নিযুক্ত হইলেন। লাটুর সাহেব তখন আলিপুরের জজ্ ছিলেন। এই কার্য্যে কৃষ্ণ-দাস বোধ হয়, আপনার প্রভুকে সন্তুষ্ট করিতে না পারায়, তিনি উহা হইতে শীঘ্র অবসৃত হইয়াছিলেন। কি কারণে কৃষ্ণদাসের জীবনে এই অঘটন ঘটিয়াছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কৃষ্ণদাসের রাজসেবা এই প্রথম ও এই শেষ। তিনি যদি ঘটনাচক্রে এই রাজকার্য্যে আজীবন নিযুক্ত থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহার জীবন রূপান্তর ধারণ করিত। কিন্তু ভগবানের ইস্থায় ও তাঁহার ও স্বদেশের ভাগ্যবলে কৃষ্ণদাস রাজ সেবার দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। বাবু নগেন্দ্রনাথ ঘোষ তাঁহার পুস্তকে* যথার্থই বলিয়াছেন যে ইহাতে গবর্ণমেণ্টের কিছু ক্ষতি হইল বটে, কিন্তু সমস্ত বঙ্গদেশ, বাঙ্গালী জাতী কৃষ্ণদাসের কর্ম্ম চ্যুতিতে লাভবান হইল।

যাহা হউক কৃষ্ণদাস এই কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কিছু দিন বেকার বসিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাসের সাংসারিক অবস্থা ভাল ছিল না। সুতরাং তাঁহাকে অন্য কার্য্যের অনুসন্ধানে ফিরিতে হইল। ভাগ্যদেবও তাঁহার অনুকূল হইলেন। সেই অনুকূলভাগ্যের বিবরণ নিম্নে যথাযথ বর্ণিত হইতেছে।

---

* Study of K. D. Pal by N. N. Ghose, Esq.

কৃষ্ণদাসের ব্রিটিস্ ইণ্ডিয়ান সভায় প্রবেশ।

কলিকাতা ব্রিটিস্ ইণ্ডিয়ান সভার ইতিহাস অতি আশ্চর্য্য, শিক্ষাপ্রদ ও মনোহর। উহার ইতিবৃত্ত এইঃ—

১৮৩৩ খ্রীঃ বিলাতের একজন প্রসিদ্ধ বক্তা জর্জ টম্পসন্ কলিকাতায় আগমন করেন। ভারতবর্ষীয় জাতীয় কঙ্গ্রেস্ সভার মুখপাত্র ব্র্যাডল সাহেব যেমন বিলাতে বক্তৃতাও সংবাদপত্রে লিখিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছেন, তদ্রূপ জর্জ টম্পসন্ সাহেবও বক্তৃতা দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে একজন মানব হিতৈষী, তেজস্বী বাগ্মী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিলে লোকে উন্মত্ত প্রায় হইত। তাঁহারি উপদেশানুসারে তখনকার কৃতবিদ্যগণ দলবদ্ধ হইয়া একটি সভা সংস্থাপন করেন। রামগোপাল ঘোষ, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব, বাবু হরিমোহন সেন, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ইহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। এই সভার নাম প্রথমে জমীদার দিগের সভা অর্থাৎ ল্যাণ্ড হোল্ডা-রস্ এসোসিয়েসন (Land Holders' Association) ছিল। রাজনীতির চর্চ্চা করা, দেশের অহিতকর রাজনিয়মাবলির কিংবা আইন সকলের পরিবর্ত্তন, বা সংশোধনের জন্য যথাবিহিত ইংরেজরাজের নিকট দরখাস্তাদি করা, জমীদার বর্গের মঙ্গল সাধন ও স্বার্থ রক্ষা করা এই সভার প্রধান

উদ্দেশ্য ছিল। পরে ১৮৫১ খৃঃ উহার নাম ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন্ হয়। ১৮৫১ খৃঃ২৯শে অক্টোবর ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। ইহার কার্য্যকারী সভার বিবরণে নিম্ন-লিখিত মহোদয়গণের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সভাপতি
" রাজা কালীকৃষ্ণ " সহকারী সভাপতি

" রাজা সত্যচরণ ঘোষাল (ভূকৈলাসের রাজা)
বাবু হরকুমার ঠাকুর (মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পিতা)
" প্রসন্ন কুমার ঠাকুর (তাঁহার খুড়া)
" রাজা রমানাথ ঠাকুর ঐ
বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (উত্তর পাড়ার জমীদার
" আশুতোষ দে
হরিমোহন সেন (বাবু নরেন্দ্রনাথ সেনের পিতা)
রামগোপাল ঘোষ
বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত
" কৃষ্ণকিশোর ঘোষ
" জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়
প্যারী চাঁদ মিত্র
শম্ভুনাথ পণ্ডিত (হাইকোর্টের জজ্)

} কার্য্যকারী সভার সভ্য।

বাবু দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর সম্পাদক (পরে রাজা)
দিগম্বর মিত্র সহকারী সম্পাদক।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের পুর্ব্বে উক্ত সভায় সহকারী সম্পাদকের কার্য্যে বাবু চন্দ্রকান্ত দেব নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার পর বাবু কালীপ্রসন্ন দত্ত ঐ কার্য্য করেন। কালীপ্রসন্ন দত্ত এখন

কলিকাতা হাইকোর্টের একজন প্রাচীন উকীল। তিনি স্বীয় ব্যবসা অবলম্বন করিবার অভিপ্রায়ে উক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিলে বাবু হরচন্দ্র ঘোষ কৃষ্ণদাসকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করাইয়া দেন। পরোপকারী, পরমহিন্দু হরচন্দ্র ঘোষ কৃষ্ণদাসের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার কর্ম্মের জন্য রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ও অন্যান্য হিন্দু জমীদার মহাশয়গণকে বিশেষ অনুরোধ করেন। তাঁহারা এই অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া বিংশতিবর্ষ বয়স্ক বালক কৃষ্ণদাসকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করেন। কৃষ্ণদাস এই জন্য হরচন্দ্র বাবু ও তাঁহার উপযুক্ত পুত্র বাবু প্রতাপ ঘোষ মহাশয়ের (কলিকাতায় এখন রেজিষ্ট্রার) নিকট চিরঋণী ছিলেন, এবং সেই ঋণ পরিশোধও করিয়া ছিলেন। কৃষ্ণদাস এইরূপে শুভলগ্নে বঙ্গের জমীদারবর্গের রাজনৈতিক সভায় প্রবেশ করিলেন, এবং কলিকাতায় তখনকার সম্ভ্রান্ত ধনী হিন্দু জমীদারগণের নিকট পরিচিত হইলেন। কার্য্যনিষ্ঠা, শ্রমশীলতা কঠোর সহিষ্ণুতা, বিশেষ বুদ্ধিমত্তা, ও প্রগাঢ় রাজনীতিজ্ঞতার বলে ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণদাস এই জমীদারসভার প্রধান পরিচালক হইয়াছিলেন। সকল কার্য্যেই প্রথমে বহু ব্যাঘাত, অনেক বিঘ্ন বিপত্তি সহ্য করিতে হয়। বিশেষতঃ এইরূপ রাজনৈতিক সভায় সকলের মনস্তুষ্টি করা, সকলের সমান ভাবে প্রিয় হওয়া অতীব কঠিন কার্য্য। এই সভা কোন ব্যক্তি বিশেষের নহে। ইহা কলিকাতার কতিপয় শিক্ষিত জমীদারের সমষ্টি মাত্র। ইহাঁরা সমবেত হইয়া ইংরেজ-

শাসনে বঙ্গের কোন্ আইনে, কোন্ হুকুমে ভূস্বামীগণের কি ক্ষতি বৃদ্ধি হইত তাহা পর্য্যালোচনা করিতেন। কোন বিষয় তাঁহাদের অনিষ্টকর বোধ হইলে তাঁহারা উহার প্রতীকারের জন্য গবর্ণমেণ্ট আবেদনপত্রাদি প্রেরণ করিতেন। সকল দেশেই বিশেষতঃ আমাদের ন্যায় বিজিত, বলহীন দেশে যেখানে দশজন সেই খানে ভিতরে গোলযোগ, বাহিরে আঁটাআটি, ও চাকচিক্য। এই দশ জনকে একত্রে এক স্বার্থের গ্রন্থিতে গাঁথিয়া রাখিতে, এই দশ জনের ভিন্ন ভিন্ন মনের ভাব বুঝিয়া তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিয়া কার্য্য করিতে অনেক মানসিক ও নৈতিক বলের প্রয়োজন। কৃষ্ণদাসের সেই বল ছিল বলিয়া তিনি এই ব্রিটিস্ ইণ্ডিয়ান সভার দশ জনকে সন্তুষ্ট করিয়া, বিশেষ এক দলপাকাইয়া, ব্রিটিস্ ইণ্ডিয়ান সভার যে গৌরব বৃদ্ধি করিয়া ছিলেন, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কার্য্যারম্ভে অনেক বিঘ্ন বিপত্তি। শিক্ষানবীশ কৃষ্ণদাসের পক্ষে এই বিঘ্ন বিপত্তি কম ছিল না। বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমাদিগকে বলেন যে, কৃষ্ণদাসকে প্রথমে সভার প্রধান প্রধান সভ্যদিগের বাটী বাটী যাইয়া অনেক বিষয়ে পরামর্শ লইতে হইত। সভার প্রাচীন সভ্যেরা কৃষ্ণদাসকে তৃতীয় পুরুষে সম্বোধন করিয়া কার্য্য করিতে অনুরোধ করিতেন। কৃষ্ণদাসকে "আপনি" বা "তুমি" এই শব্দ দ্বারা অভিহিত করা হইত না। কৃষ্ণদাস তখন শিক্ষানবীশ, কাজে কাজেই তিনি বিনয়, নম্রতা,

সহিষ্ণুতা সহকারে আপনার অবস্থানুরূপ কার্য্য করিতে লাগিলেন। বাবু রামতনু লাহিড়ী মহাশয় আমাদিগকে বলেন যে, তিনি মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণদাসকে রামগোপাল ঘোষের বাটীতে কতকগুলি কাগজপত্র হস্তে দেখিতে পাইতেন। রামগোপাল রামতনু বাবুকে বলিতেন যে এই ছেলেটি বড় বুদ্ধিমান, নম্র ও শান্ত, ও পরে একজন বড় লোক হইবে। কৃষ্ণদাস এইরূপে বড় লোকের সঙ্গে থাকিয়া রাজনীতি, নম্রতা, শীলতা শিখিতে লাগিলেন। কর্ম্মে বুদ্ধির বৃদ্ধি হয়, কর্ম্মেই লোককে নিপুণ করে। কৃষ্ণদাস এইরূপে কর্ম্ম শিখিতে লাগিলেন এবং ক্রমে নিজ বুদ্ধিবলে, মনের ধর্ম্ম বলে, যশোলাভ করিতে লাগিলেন।

স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর প্রভৃতি জমীদারবর্গের সংস্রবে থাকিয়া কৃষ্ণদাস যে অপূর্ব্ব হিন্দু-নীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহাতে কিছু মাত্র, সংশয় নাই। তিনি রামগোপাল, দিগম্বর, জয়কৃষ্ণ ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি পণ্ডিত ও রাজনীতিজ্ঞগণের নিকটে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক অবস্থা জানিয়া প্রভূত জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ব্রিটিস্ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন সভা বঙ্গীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের রাজনীতি চর্চ্চার এক প্রধান স্থান ছিল। এই স্থানে থাকিয়া কৃষ্ণদাস আমাদের দেশের রাজ্যশাসন প্রণালীর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি ভুস্বামীগণের ভূমিতে চিরস্বত্ব ও লর্ড কর্ণওয়ালিস্ সাহেবের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের

জটিল প্রশ্ন সকল অতি মনোযোগের সহিত বুঝিতে চেষ্টা করিতেন। এই চেষ্টা বলে তাঁহার এ সম্বন্ধে যথেষ্ট ভূয়োদর্শিতা জন্মিয়াছিল। প্রসন্ন কুমার ঠাকুর ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর বঙ্গে কৃষ্ণদাসের ন্যায় ভূস্বত্ববিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি আর কেহই ছিল না। কৃষ্ণদাস এই সভায় প্রবেশ না করিলে এই সকল জ্ঞান লাভে বঞ্চিত হইতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। শিক্ষালাভ করিতে হইলে, শিক্ষার স্থানের প্রয়োজন। এই শিক্ষার অভাবে বঙ্গে কৃষ্ণদাসের ন্যায় সুধীর সুবিজ্ঞ ও রাজনীতিজ্ঞ লোক অতি অল্পই দেখা যায়।

কৃষ্ণদাস এইরূপ সহকারী সম্পাদকের কার্য্য করিতে করিতে ক্রমে উচ্চপদে সমাসীন হইলেন। ১৮৭৯ খৃঃ জুন মাসে তিনি পাকা সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। এই পদের বেতন তখন ৩৫০ টাকা ছিল। কৃষ্ণদাস আমাদিগকে অনেক বার বলিয়াছিলেন যে রাজা রমানাথ ঠাকুর তাঁহাকে ব্রিটিস্ ইণ্ডিয়ান সভায় প্রতিপত্তিলাভে বিশেষ সহায়তা করেন। আপনার ক্ষমতা ও বুদ্ধিবলে কৃষ্ণদাস এই রাজনৈতিক সভার ক্রমে এক মাত্র দণ্ডধারী হইলেন। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, ও প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের মৃত্যুর পর অন্যান্য সভ্যগণ কৃষ্ণদাসের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া ক্রমে তাঁহার পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে উক্ত সভার অধিনেতা ও পরামর্শদাতা বলিয়া লোকে জানিত। বাহিরের জমীদারগণ ও সাধারণ

লোক, কৃষ্ণদাসকে বঙ্গের এই রাজনৈতিক ব্যূহচক্রের প্রধান চক্রী বলিয়া স্বীকার করিতেন। চক্রবর্ত্তী হইতে হইলে যে সকল নৈতিক গুণের প্রয়োজন, তৎসমুদয় কৃষ্ণদাসের ছিল। তিনি এই সভার প্রধান চক্রী হইয়া অভ্যন্তর হইতে গুপ্তভাবে সকলকেই চালাইতেন। বাহিরে দেখাইতেন, যেন তিনি এক জন গোবেচারা। চক্রীর এই খেলা খেলিতে দেখিয়া সময়ে সময়ে তাঁহার শত্রুগণ তাঁহাকে ঘোর পক্ষপাতী বলিয়া নিন্দা করিতেন, আমরা কিন্তু কৃষ্ণদাসকে সে ভাবে দেখিতে চাহিনা। স্বীকার করি, কৃষ্ণদাস এই সভার একাধিপত্য করিতে গিয়া সময়ে সময়ে সম্প্রদায়বিশেষের প্রতি পক্ষপাত করিয়াছিলেন। এ দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় সম্প্রদায়বিশেষের দল রাখিতে গেলে সার্ব্বজনিক মঙ্গল সাধন করা বড়ই কঠিন হইয়া উঠে। ব্রিটিস্ ইণ্ডিয়ান সভা প্রথমে বঙ্গীয় ভূস্বামিগণের মঙ্গলবর্দ্ধক সভা বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। মফস্বলবাসী জমীদারগণ পূর্ব্বে কলিকাতার প্রসিদ্ধ জমীদার প্রসন্ন কুমার ঠাকুর ও রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর প্রভৃতি জমীদারগণকে আপনাদিগের প্রতিভূ বলিয়া স্বীকার করিতেন। ইহাঁদিগের মৃত্যুর পর কৃষ্ণদাস আপনার গুণে এই সকল জমীদারের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া তাঁহাদের দুঃখে দুঃখ, ও সুখে সুখ অনুভব করিতেন। কিন্তু সময়ে সময়ে কলিকাতার জমীদারদিগের স্বার্থরক্ষা করিতে বেশী যত্নবান হইতেন। এই জন্য কখনও কখনও লোকে তাঁহাকে কলিকাতার জমীদারদিগের "বেতনয়া"

লোক বলিয়া ঘৃণা করিত। যাহা হউক, কৃষ্ণদাস এই জমীদারসভায় প্রবেশ না করিলে তাঁহার জীবন রূপান্তর ধারণ করিত, সন্দেহ নাই। কৃষ্ণদাস এই সভায় যে, রাজনীতি শিক্ষা করিবার বিশেষ সুবিধা ও সময় পাইয়াছিলেন, এমন নহে, তিনি হিন্দুশ্রেষ্ঠ জমীদারগণের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি অবলম্বন করিয়া স্বীয় জীবনে অপূর্ব্ব হিন্দুভাবের পরিচয় দিয়া ছিলেন। ১৮৫৮ সালের শুভক্ষণে কৃষ্ণদাস এই সভায় প্রবেশ করিলেন। দুই তিন বৎসর মধ্যে আর একটী অনুকূল ঘটনাবলে তিনি হিন্দু পেট্রিয়ট নামক ইংরাজী সংবাদ পত্রের সম্পাদক হইলেন। তিনি যে, এই কার্য্যে ব্রতী হইবেন, তাহা স্বপ্নের অগোচর ছিল। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছানুসারে, ব্যক্তিবিশেষের জীবনে অসম্ভব ঘটনাও কখন কখন ঘটিয়া থাকে। কৃষ্ণদাসের ভাগ্য সুপ্রসন্ন, তিনি বঙ্গের অধিনেতা হইবেন বলিয়াই এই আশ্চর্য্য ঘটনা স্রোত তাঁহার জীবনকে অন্যদিকে প্রধাবিত করিল। তাঁহার জীবনে গঙ্গা ও যমুনার স্রোত এই সময়ে সমভাবে সমবেত হইয়া তাঁহাকে অনন্ত কীর্ত্তির পথে লইয়া চলিল।

চতুর্থ অধ্যায়।

কৃষ্ণদাস হিন্দুপেট্রিয়টের সম্পাদক।

কৃষ্ণদাস শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুগ্রহে হিন্দুপেট্রিয়টের সম্পাদকতা প্রাপ্ত হন। বিদ্যাসাগরের এই অনুগ্রহ না হইলে হয়ত কৃষ্ণদাসকে ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান সভায় চাকরী করিয়া জীবন শেষ করিতে হইত। হয়ত তাহা হইলে তাঁহার জীবনের সর্ব্বোচ্চ আশায় ছাই পড়িত। কিরূপে বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃষ্ণদাসকে এইকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত হিন্দুপেট্রিয়টের ইতিহাস জানা প্রয়োজন। আমরা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনীতে ইহা বিশদরূপে বর্ণনা * করিয়াছি। সংক্ষেপে ইহার ইতিহাস এই। ১৮৫৩ খৃঃ হরিশ্চন্দ্র এই সাপ্তাহিক পত্র প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং ৮বৎসর কাল কঠোর ত্যাগ স্বীকার করিয়া নিজের ব্যয়ে ঐ কাগজ দেশের মঙ্গল সাধনাশায় চালাইতে থাকেন। ১৮৬১ খ্রীঃ জুনমাসে তাঁহার অকাল মৃত্যুতে বঙ্গভূমি যে অশেষ ক্ষতিগ্রস্তা হইয়া ছিলেন, তাহা প্রসিদ্ধ নাটক লেখক দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় এই রূপে বর্ণন করিয়াছিলেন

"অসময়ে হরিশ মোলো, লং এর হোলো কারাগার
নীল বানরে সোনার বাঙ্গালা কর্‌লো ছার্ খার"

হরিশের মৃত্যুর পর শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

* গ্রন্থকর্ত্তার হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী।

(রাইজ্ ও রাইতের খ্যাতনামা সম্পাদক) ঐ কাগজ চালাইতে থাকেন। হরিশ্চন্দ্রের নিঃসহায় পরিবারদিগের ভরণ পোষণার্থে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় হরিশের হিন্দুপেট্রিয়ট কাগজ ও ছাপাখানার জিনিষ পত্রাদি ৫০০০৲ টাকা মূল্যে ক্রয় করেন। এই রূপে কালীপ্রসন্ন বাবু হিন্দুপেট্রিয়টের স্বত্বাধিকারী হন। শম্ভু বাবু হিন্দুপেট্রিয়টের সম্পাদকতা অতি অল্প দিন মাত্র করিয়াছিলেন। তিনি যদি নিজ হস্তে উক্ত কাগজ রাখিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে হয়ত তাঁহার হস্তে ঐ কাগজ আজও পর্য্যন্ত থাকিত। কিন্তু তিনি বড় তেজস্বী ব্রাহ্মণ। পরের মনস্তুষ্টি করিয়া ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়ান তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল। কথিত আছে, এই সময়ে কলিকাতার হিন্দুগণ সমবেত হইয়া পার্লেমেণ্ট সভায় সিবিল সার্বিশ্ পরীক্ষা যাহাতে এ দেশে গ্রহণ করা হয়, তাহার জন্য এক দরখাস্ত করেন। ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়ার তদানীন্তন সম্পাদক মেরিডিথ্ টাউনসেণ্ড (Meredith Townsend) এই দরখাস্ত সম্বন্ধে হিন্দুদিগকে অনেক কটু কাটব্য বলেন। হিন্দুগণ এই বলিয়া আবেদন করেন যে, সমুদ্র পার হইয়া বিদেশীর দেশে যাওয়া হিন্দুর পক্ষে শাস্ত্রনিষিদ্ধ। অতএব ভারতবর্ষবাসীদিগের পরীক্ষা এই দেশে গ্রহণ করা হউক। ইহাতে ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়ার খৃষ্টিয়ান সম্পাদক ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন যে বর্ব্বর জাতি জ্ঞানলাভের জন্য সমুদ্র যাত্রাকে অধর্ম্ম মনে করে, সেই অসভ্য জাতিকে রাজকীয় কোন

কার্য্যে নিযুক্ত করা গবর্ণমেণ্টের উচিত নহে। (The Nation which considers a voyage across the ocean to a foreign land to be against their religion is barbarous, and does not deserve the patronage of the government for employment in its service). এই রূপ কঠোর ও অভদ্রোচিত ভাষায় হিন্দুগণ অপমানিত হন। শম্ভু বাবু হিন্দুপেট্রিয়টের স্তম্ভে ইহার পাল্টা প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধে ইংরেজ সম্প্রদায়কে তিনি অসভ্য বলেন ও তাঁহাদিগের আরাধ্য দেবতাকে "জারজ" সন্তান বলিয়া উপেক্ষা করেন। তখন সার্ সিসিল বীডন বঙ্গের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। তিনি এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট এ সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করেন। ছোট লাট বলেন "স্ত্রী পুত্র সমেত আমরা সকলেই তোমাদিগের সংবাদ পত্র পাঠ করি। কিন্তু এই ভাবে আমাদিগের ধর্ম্মের-প্রতি দোষারোপ করিলে আমরা আর হিন্দু পেট্রিয়ট পড়িব না।" বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দু পেট্রিয়টের স্বত্বাধিকারী কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়কে ঐ কাগজ চালাইবার ভার তাঁহার হস্তে দিতে অনুরোধ করিলেন। শম্ভু বাবু বেগতিক দেখিয়া উহার সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিলেন। এই মাহেন্দ্র যোগে কৃষ্ণদাসের উপর বিদ্যাসাগরের দয়া হইল। কৃষ্ণদাসকে ডাকাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দুপেট্রিয়ট চালাইতে অনুরোধ করিলেন। কৃষ্ণদাস তখন বালক। সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃষ্ণদাসের উপর সম্পুর্ণ বিশ্বাস না করিয়া নিজের ইচ্ছানুরূপ প্রবন্ধাদি তাঁহাকে দিয়া লিখাইয়া লইয়া,

হিন্দু পেট্রিয়ট চালাইতে লাগিলেন। এই সময়ের হিন্দু-পেট্রিয়টের দুই এক সংখ্যায় বিদ্যাসাগরের নিযুক্ত এক ম্যানেজারের নাম ও দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণদাস এই রূপে কিয়দ্দিনের জন্য বিদ্যাসাগরের অধীনে থাকিয়া হিন্দুপেট্রিয়টের সম্পাদকের কার্য্য করেন। একথা বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদিগকে অনেক কষ্ট দিয়া শেষে বলিয়া দিয়াছিলেন। আমরা প্রথমে তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে গেলে তিনি উহা বলিয়া দিতে অস্বীকৃত হন। তৎপরে আমরা বহু অনুনয় বিনয় করিলে আমাদিগকে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিয়া দেন। কৃষ্ণদাসের লেখার মধ্যে এই কথা কোন স্থানে স্পষ্ট করিয়া লেখা নাই। লেখা না থাকিবার কারণ আছে। কৃষ্ণদাস বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অধীনে থাকিয়া হিন্দুপেট্রিয়ট চালাইতে বোধ হয় ইচ্ছুক ছিলেন না। তাই তিনি তলায় তলায় ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান সভার সভ্যদিগকে উক্ত কাগজের স্বত্বাধিকারী হইবার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের নিকট প্রস্তাব হইতে লাগিল যে, হিন্দুপেট্রিয়ট বিদ্যাসাগরের অধীনে না রাখিয়া উহা কতিপয় ট্রষ্টির হস্তে সমর্পিত হউক। কিন্তু ঐ প্রস্তাব বিদ্যাসাগরের নিকট কে করিবে এই বিষম সমস্যা প্রস্তাবকারীদিগের মনে উদিত হইল। এই কথা চালাচালি হইতে হইতে বিদ্যা-সাগর সময় পরিশেষে জানিতে পারিলেন যে, কালীপ্রসন্ন বাবুর নিকট এই প্রস্তাব হইতেছে। তেজস্বী ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বিদ্যাসাগর এইরূপ লুকাচুরীর মধ্যে থাকিবার লোক নহেন।

তিনি অবিলম্বে হিন্দু পেট্রিয়টের কর্তৃত্ব পরিত্যাগ করিলেন। কৃষ্ণদাস সেই সুযোগে হিন্দু পেট্রিয়টের ট্রষ্ট ডিড * কালীপ্রসন্ন বাবুর নিকট হইতে লেখাইয়া লইলেন। এই রূপে হরিশের সাধের হিন্দু পেট্রিয়ট ট্রষ্টসম্পত্তি বলিয়া রাজদ্বারে চিহ্নিত হইল। কি গুপ্ত অভিপ্রায়ে কৃষ্ণদাস এই কার্য্য করিয়া ছিলেন, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। কৃষ্ণদাসের সঙ্গে প্রথমে ট্রষ্টিদিগের (রাজা রমানাথ ঠাকুর, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কিরূপ সম্বন্ধ ছিল তাহা জানিবারও সুযোগ নাই। ট্রষ্টিগণের মধ্যে দুই এক জনকে এসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা ঐ বিষয়ে আমাদিগকে কোন কথা বলিয়া দিতে স্বীকৃত হন নাই। তাঁহাদিগের পত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল, তাহা হইতেই পাঠক এই বিষয় বুঝিতে পারিবেন।

21st September 1886.

DEAR SIR,

I do not know exactly where the Trust-Deed now is, and I cannot say whether there is any objection to your publishing it in extenso &c., &c., &c. My friend— will be able to give you much more information on this subject than I can do.

Yours &c.

---

* গ্রন্থকর্ত্তার Life of K. D. Pal Appendix. p. 175

মহাশয়!

ট্রষ্টডীড্ কোথায় আছে তাহা এখন আমি জানি না। উহা ছাপাইতে আমার আপত্তি নাই। বন্ধু—আপনাকে অনেক অধিক কথা বলিয়া দিবেন ইতিঃ—

23rd September 1886,

DEAR SIR,

In reply to your letter of the 21st instant, I have to state that no "trust-deed was drawn when Babu Kristo Dass Pal took the editorial management of the Hindoo Patriot." He was appointed Editor by a Resolution of the Trustees, and a letter of appointment was given him. The trust is older than the Editorial career of my late friend, and has no concern whatever with him.

Yours faithfully,

মহাশয়!

আপনার পত্রের উত্তরে জানাইতেছি যে যখন কৃষ্ণদাস হিন্দুপেট্রিয়ট গ্রহণ করেন তখন কোন ট্রষ্টডীড্ হয় নাই। ট্রষ্টিদিগের ইচ্ছানুসারে তাঁহাকে তাঁহারা সম্পাদক নিযুক্ত করেন। এবং তাঁহাকে নিয়োগ পত্র দেওয়া হয়। ট্রষ্টিডীড্ কৃষ্ণদাসের সম্পাদক হইবার পূর্ব্বে প্রস্তুত হয় এবং তাঁহার জীবনীর সঙ্গে উহার কোন সংস্রব নাই। ইতিঃ

পত্রলেখকগণের নাম এস্থানে যে কারণে দেওয়া হইলনা, তাহা বোধ হয়, পাঠক অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয় বলেন যে, কৃষ্ণদাস প্রথমে ট্রষ্টী-দিগের চাকর ছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণদাসের পুত্র বাবু রাধা-নাথ পাল বলেন যে তিনি তাঁহার পিতার মুখে শুনিয়াছিলেন যে, তিনি কখনও কোন কালে কাহারও চাকর ছিলেন না। ট্রষ্টীদিগের সঙ্গে কৃষ্ণদাসের কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা জানিবার আমাদের কোন উপায় নাই, এবং এই গূঢ় রহস্য ভেদে, তাঁহার বন্ধু বান্ধবের নিকট সাহায্য আশা করা যায় না। যাহাহউক, কৃষ্ণদাস আপনার বুদ্ধিবলে ক্রমে ক্রমে হিন্দুপেট্রিয়টের সমস্ত আয়ের জীবনস্বত্বাধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি যখন প্রথমে হিন্দুপেট্রিয়ট স্বীয় হস্তে গ্রহণ করেন, তখন উহার গ্রাহক সংখ্যা ১০০ বা ১৫০র বেশি ছিল না। কালক্রমে হিন্দুপেট্রি-য়টের অত্যুচ্চ উন্নতির সময়ে উহার গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ২৫০০ হইয়াছিল এবং আয়ব্যয় বাদে প্রতি বৎসর প্রায় ১২০০০ টাকা লাভ থাকিত। হিন্দুপেট্রিয়ট প্রথমে তাঁহার হস্তে আসিলে, উহার উন্নতিসাধনের নিমিত্ত তাঁহাকে যে কঠোর ত্যাগস্বীকার, পরিশ্রম ও যত্ন করিতে হইয়াছিল, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। প্রথমে হিন্দুপেট্রিয়টের মাসিক আয় অতি অল্প ছিল। তাঁহার সাহায্যকারী লেখকগণ বাবু গোপালচন্দ্র দত্ত, বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু ও বাবু নবীনকৃষ্ণ বসু হিন্দুপেট্রিয়টের স্বল্প আয় দেখিয়া কৃষ্ণদাসের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন এবং গবর্ণমেন্টের কার্য্যে ব্রতী হন। কৃষ্ণদাস, ৩। ৪

বৎসর কাল অন্যের কষ্ট সহ্য করিয়া ক্রমে আপনার কাগজের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করেন।

হিন্দুপেট্রিয়টের সাম্য নীতি।

কৃষ্ণদাস সাম্যনীতি অবলম্বন করিয়া প্রায় ২৫ বৎসর কাল পর্য্যন্ত অতি প্রতিষ্ঠার সহিত ঐ সংবাদপত্র সম্পাদন করেন। ভারতবর্ষে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে এদেশীয়-গণ স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্রের অধিকার ভোগ করিতেছেন। কৃষ্ণদাস সর্ব্বদাই বলিতেন যে, এই ইংরেজ প্রদত্ত উচ্চাধিকার ভোগ করিতে হইলে, দেশীয় সংবাদপত্রের পরিচালকগণের সাম্য নীতি অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। বিদেশীয় রাজার রাজনীতির গুণাগুণ বিচার সময়ে তীব্রভাবে বা অবজ্ঞাচ্ছলে কোন কথা লিখিতে বা বলিতে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। কৃষ্ণদাসের সম্পাদকীয় জীবনের এই মহামন্ত্র যে প্রশংসনীয় ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। কৃষ্ণদাস এই সাম্যনীতি অবলম্বন করিয়া-ছিলেন বলিয়াই, এদেশীয় ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীগণ তাঁহার বিশেষ অনুরাগী হইয়াছিলেন। সত্যের অনুরোধে ইহাও বলিতে হইবে যে, কৃষ্ণদাসের সাম্যনীতি সময়ে সময়ে তোষা-মোদে পরিণত হইত। এদেশে সংবাদপত্র চালান বড় দুরূহ কার্য্য। সেই কঠিন কার্য্যে কৃষ্ণদাস যে বিশেষ কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন, সে কেবল তাঁহার সাম্যনীতি, ও ধীর-

বুদ্ধির গুণে। হিন্দুপেট্রিয়টের স্তম্ভে কৃষ্ণদাস যে একাই লিখিতেন এমন নহে। তাঁহার শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণও অনেক সাহায্য করিতেন। বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র, রাজা দিগম্বর মিত্র, বাবু কিশোরীচাঁদ, ও প্যারিচাঁদ মিত্র, বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতি অনেক কৃতবিদ্য গণ্যমান্য লোক তাঁহার অনুরোধে নানা বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। সেই জন্য হিন্দুপেট্রিয়টের এতগৌরব বৃদ্ধি হইয়াছিল। কৃষ্ণদাস নিজেও সুলেখক ছিলেন। ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়ার সম্পাদক জর্জ্জ স্মিথ বলিতেন যে, কৃষ্ণদাসের ন্যায় সময়োপযোগী রাজনৈতিক প্রবন্ধাদি লিখিবার ক্ষমতা অন্য কাহারও ছিল না। অতি অল্প ব্যয়ে নিজে কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কৃষ্ণদাস প্রতি সপ্তাহে হিন্দুপেট্রিয়ট বাহির করিতেন। প্রুফ দেখিবার জন্য তাঁহার কখনও স্বতন্ত্র লোক ছিল না। তিনি প্রতি শনিবার ও রবিবারে আপনি সমস্ত প্রুফ সংশোধন করিতেন। ব্যয় বাহুল্য যাহাতে হয়, সে কার্য্যে কখনই তিনি যাইতেন না। এই মিতব্যয়িতা গুণে হিন্দুপেট্রিয়টের এত অল্প ব্যয়ে অধিক লাভ থাকিত। মফঃস্বলের গ্রাহকগণের অনাদায়ী টাকার জন্য তিনি কখনও কাহাকেও রুষ্ট ভাষায় পত্রাদি লিখিতেন না, বা নালিশ করিতেন না। এই সকল ও অন্যান্য কারণে মফস্বলে হিন্দু-পেট্রিয়টের বিশেষ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। মফস্বলবাসীদিগের সঙ্গে তিনি বিশেষ হৃদ্যতা রাখিতে যত্ন করিতেন, এবং তাঁহাদিগের স্বকার্য্য সিদ্ধির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। এই

সকল কারণ বশতঃ বঙ্গের সমস্ত লোক কৃষ্ণদাসকে আপনাদিগের নেতা বলিয়া স্বীকার করিতেন।

কৃষ্ণদাসের সম্বন্ধে নানাবিষয়ক গল্প।

বেলবিডিয়রে কৃষ্ণদাস।

নিম্নলিখিত গল্পটি আমরা তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম। একদা বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সর রিচার্ড টেম্পল বাহাদুর কৃষ্ণদাসকে বেলবিডিয়রে আহ্বান করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস তখন বহুমূত্র রোগে অসুস্থ। সেই অবস্থায় অগত্যা তিনি বেলা ২টার সময় উক্ত রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। সর রিচার্ড সাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া নানা রাজনৈতিক বিষয়ে গল্প করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে দুই ঘণ্টা অতীত হইলে কৃষ্ণদাসের প্রস্রাবের উদ্রেক হইল। প্রথমে লজ্জাভয়ে ঐ আবেগ সম্বরণ করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সর রিচার্ডের গল্প ফুরায় না। ক্রমে বেলাবসান হইল। কৃষ্ণদাস যত বিদায় লইতে উদ্যত হইলেন, সর রিচার্ড আস্তে-ব্যস্তে ততই তাঁহাকে আরও কিছুক্ষণ রাখিতে অনুরোধ করেন। রাজ অনুরোধ রক্ষা করিতে হইল, কিন্তু আবেগ সংবরণ করা অসম্ভব হইল। পরে সর রিচার্ড তাঁহার মুখের ক্লান্তি-ভাব দেখিয়া নিজেই বুঝিতে পারিলেন যে, কৃষ্ণদাস বহির্দ্দেশে যাইবেন। ব্যস্তসমস্ত হইয়া ছোটলাট কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে

লইয়া নিজের নিভৃত গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বলিলেন, (Here is my closet) এই আমার শৌচ গৃহ। কৃষ্ণদাস ছোটলাট ও বড়লাটের গৃহে অনেক বার আহূত হইতেন। তাঁহার প্রতি সাহেবদিগের বড় ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল।

বড়লাট ভবনে কৃষ্ণদাস।

লাট্ ভবনে কৃষ্ণদাস অনেকবার নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। একদা কৃষ্ণদাস তথায় উপস্থিত হইলে, বড়লাট্, লর্ড নর্থব্রুক্, তিনি চুরুট্ খান্ কি না এই কথা জিজ্ঞাসিলে, ছোটলাট হাস্য করিয়া বলিলেন যে, তিনি চোংঘরের ন্যায় ধূম উদ্গীরণ করেন। (He smokes like a chimney.) কৃষ্ণদাস লাট ভবনে গিয়া কখনও সাহেবদিগের সঙ্গে একত্রে ভোজন করিতেন না, বা তাঁহাদিগের পানীয় জল ব্যবহার করিতেন না। এই জন্য সাহেবেরা তাঁহাকে গোঁড়া হিন্দু বলিয়া জানিতেন। তাঁহাকে সাহেবেরা ইহার কারণ জিজ্ঞাসিলে তিনি বলিতেন যে, আমার পিতা মাতা, স্ত্রীপুত্র হিন্দু, তাঁহাদের মনে এইরূপে অকারণ ক্লেশ দেওয়া অত্যন্ত অবৈধ। কৃষ্ণদাসের এই ব্যবহারে বঙ্গের হিন্দুগণ তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন।

কৃষ্ণদাসের অসাধারণ স্মরণশক্তি।

নিম্নলিখিত গল্পটি আমরা তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম। ইহাতে তাঁহার অসাধারণ স্মরণশক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়।

১৮৭১ খৃঃ মহারাজা (তখন বাবু) যোতীন্দ্র মোহন ঠাকুর রাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। সে সময়ে সর্ জর্জ্জ ক্যাম্বেল আমাদের বঙ্গ দেশের ছোট লাট। এই উপাধি দিবার উপলক্ষে, ছোট লাট ভবনে মহা সমারোহে এক সভা হয়। কৃষ্ণদাস সেই সময় বহুমূত্ররোগে পীড়িত ছিলেন। মহারাজ যোতীন্দ্রমোহনের অনুরোধে তাঁহাকে বেলবিডিয়রে যাইতে হইয়াছিল। ছোটলাট এই উপলক্ষে এক বক্তৃতা করেন। সভা শেষ হইলে ছোটলাটের প্রাইবেট সেক্রেটরির নিকট উহার নকল চাওয়া হয়। সেক্রেটরি সাহেব ছোট লাটের নিকট এই কথা জিজ্ঞাসা করায় ক্যাম্বেল সাহেব বলিলেন, তিনি ঐ বক্তৃতা লিখিয়া বলেন নাই, সেই সময়ে তাঁহার মনে যাহা উদয় হইয়াছিল, তাহাই বক্তৃতা স্থলে বলিয়াছিলেন এবং তিনি কি বলিয়াছিলেন তাহা তাঁহার ভাল স্মরণ নাই। কৃষ্ণদাস বাটী আসিয়া হিন্দুপেট্রিয়টে ঐ বক্তৃতা ছাপাইবার জন্য আপনি উহার এক খসড়া নকল প্রস্তুত করিলেন। ছাপা হইবার পূর্ব্বে ছোটলাটের নিকট ঐ নকল ভ্রম সংশোধনের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। ছোট লাট বক্তৃতা পাঠ করিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন এবং কৃষ্ণদাসের অসাধারণ স্মৃতিশক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সেই অবধি ছোটলাট ক্যাম্বেল সাহেব কৃষ্ণদাসকে বড় মান্য করিতেন।

শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর, এট্‌কিন্সন্ সাহেব ও কৃষ্ণদাস।

এ গল্পটিও আমরা তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম। এট্‌কিন্সন সাহেব আমাদের দেশে উচ্চ ইংরেজী শিক্ষা যাহাতে বহুল বিস্তৃত হয় তাহার, জন্য আন্তরিক যত্ন করেন। সেই জন্য লোকে তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। একদা ছোটি লাট ক্যাম্বেলের মনে উদয় হইল যে, আমাদের দেশের স্কুল ও কলেজে ইংরেজী পদ্যপাঠ নিষ্প্রয়োজন। পদ্যপাঠে এদেশীয় যুবকগণের কল্পনা শক্তির বৃদ্ধি হয় এবং তাহাতে তাহাদের স্থির বুদ্ধির বিপর্য্যয় হয়। বোধ হয় এই ধারণা বশতঃ ছোট লাট, ডাইরেক্টর মহোদয়কে ইংরেজী পদ্য সকল পাঠ রহিত করিতে আদেশ দেন। ডাইরেক্টর মহোদয়ের এই আদেশের বিরুদ্ধে আপত্তি ছিল। কিন্তু ছোট লাটের আজ্ঞার বিরুদ্ধে আপত্তি করা সহজ নহে। ছোট লাট্ বড় এক্‌গুঁয়ে লোক ছিলেন,—অধস্তন কর্ম্মচারীর আপত্তি শুনিবার লোক ছিলেন না। এই সঙ্কট সময়ে ডাইরেক্টরের মনে উদয় হইল যে, এই প্রস্তাবের বিরূদ্ধে হিন্দুপেট্রিয়ট স্তম্ভে প্রতিবাদ বাহির হইলে তাহার উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। কৃষ্ণদাসকে তিনি ঐ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতে অনুরোধ করিলেন। ধীর বুদ্ধি কৃষ্ণদাস এই গুপ্ত বিষয় হিন্দুপেট্রিয়টে লিখিলে পাছে ডাইরেক্টরের কোন ক্ষতি হয়

এই বলিয়া প্রথমে ইতস্তত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে এট্‌কিন্সন্‌ সাহেবের বিশেষ অনুরোধে হিন্দুপেট্রিয়টে উহার প্রতিবাদ বাহির হইল। ছোটলাট তাহা পাঠ করিয়া ঐবিষয়ে আর কোন কথা প্রকাশ করিলেন না। এইরূপে বড় বড় সাহেবেরা সময়ে সময়ে কৃষ্ণদাসকে আপনার গোপনীয় কথা সকল ব্যক্ত করিতেন, এবং হিন্দুপেট্রিয়ট স্তম্ভে প্রয়োজন হইলে তাহা প্রকাশিত হইত।

রথযাত্রায় কৃষ্ণদাস।

কৃষ্ণদাস ইংরেজী শিক্ষিত হইয়া স্বধর্ম্মে বড় অনুরাগী ছিলেন। এই জন্য হিন্দুমাত্রেই তাঁহাকে বড় শ্রদ্ধা করিতেন। বঙ্গ দেশে মাহেশের রথ্‌ বড় প্রসিদ্ধ। ১৮৭৪ খৃঃ প্রথম রথের দিনে, শ্রীরামপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই রথ টানিতে আপত্তি করেন। বাবু নিমাইচরণ বসু এই রথের স্বত্বাধিকারী; তিনি ঐ রথ উত্তমরূপে মেরামত্‌ করিয়া মিষ্টার ব্র্যাড্‌ফোর্ড লেস্‌লি ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের নিকট এক পত্র লিখিয়া লইলেন যে, রথ এখন চালাইতে পারা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাতে আপত্তি করিলেন। নিমাই বাবু অগত্যা কৃষ্ণদাসের স্মরণাপন্ন হইলেন। উল্টারথের প্রায় বেলা ২টার সময় নিমাই বাবু কৃষ্ণদাসকে আপনার বিপদের কথা জানাইলেন। দুই ঘণ্টার মধ্যে কৃষ্ণদাস এক দরখাস্ত লিখিয়া স্বয়ং বড়লাট লর্ড নর্থব্রুকের সঙ্গে দেখা করিলেন।

এবং তাঁহাকে সমস্ত কথা বুঝাইয়া দিলেন। বড়লাট একায়েক এই বিষয়ে হুকুম দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় কৃষ্ণদাস সেই রৌদ্রে বেল্‌বিডিয়রে ছুটিলেন, যেন তাঁহার নিজের রথের ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। ছোটলাট, সর রিচার্ড টেম্পল ঘর্ম্মাক্তকলেবর কৃষ্ণদাসকে সাদরে গ্রহণ করিয়া সমস্ত কথা ধীরভাবে শুনিলেন এবং অবিলম্বে রথ টানিতে দিবার জন্য হুগলির মাজিষ্ট্রেটের নিকট টেলিগ্রাম পাঠাইলেন। রথ টানা হইল, নিমাইবাবুর ধর্ম্মরক্ষা হইল, হিন্দুর মান রক্ষা হইল, সে কেবল কৃষ্ণদাসের গুণে। কৃষ্ণদাসের এই সকল শ্রদ্ধেয় গুণ ছিল বলিয়া তিনি হিন্দুর নিকটে এত মান্য হইয়াছিলেন। পরের বিপদে কৃষ্ণদাস আপনার বিপদ বলিয়া জ্ঞান করিতেন, হিন্দুর মান রক্ষার জন্য রাজদ্বারে তিনি সদাসর্ব্বদাই উপস্থিত হইতেন। এই জন্য এতদ্দেশীয় রাজপুরুষগণ কৃষ্ণদাসকে যথার্থই দেশভক্ত বলিয়া জানিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন।

দুর্গোৎসবে কৃষ্ণদাস।

স্বজাতিপ্রিয় হইতে হইলে স্বজাতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানে সাহায্য করা বড়লোক মাত্রেরই স্বধর্ম্ম। কৃষ্ণদাস এই ধর্ম্মপালনে চিরকালই ব্রতী ছিলেন। হিন্দুর ধর্ম্মাচরণে আঘাত পড়িলেই তিনি তাহার প্রতিকার করিতে যথোচিত চেষ্টা করিতেন। হুগলী জেলায় পাণ্ডুয়া নামে এক প্রসিদ্ধ মুসলমান তীর্থ আছে। সেই স্থানের কতিপয় হিন্দু প্রতিবৎসর দুর্গোৎসব করিতেন।

১৮২৩ খৃঃ হইতে এই হিন্দুগণ দুর্গার বিসর্জ্জন দিতে পথেরমধ্যে দেবীকে বাহির করিতে পারিতেননা। পাণ্ডুয়ার মুসলমানগণের প্রাদুর্ভাব সেই সময় হইতে অধিক হইয়াছিল। স্থানীয় সাহেবেরা মুসলমানগণের অনুরোধে হিন্দুর প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে বাধা দিতেন। অগত্যা হিন্দুসন্তানদিগকে এই আজ্ঞা পালন করিতে হইত। কলিকাতার খ্যাত নামা অমর মতিলাল শীল মহাশয় এই আজ্ঞা খণ্ডনের জন্য প্রয়াস পান। তিনি প্রসিদ্ধ উকীল লংগিউবিল্ ক্লার্ক (Mr. Longueville Clarke) মহোদয়কে অনেক টাকা দিয়া এই আজ্ঞা খণ্ডনের জন্য রাজদ্বারে দরবার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে শুভফল উৎপন্ন হয় নাই। পরে কৃষ্ণদাস বড়লোক হইলে, পাণ্ডুয়ার হিন্দুগণ তাঁহার নিকট আপনাদিগের মনোবেদনা জানাইলেন। ১৮৭৬ খৃঃ দুর্গোৎসবের পূর্ব্বে এই আজ্ঞাখণ্ডনের জন্য কৃষ্ণদাস চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুন্দররূপে দরখাস্ত লেখা তাঁহার চির অভ্যাস ছিল। দরখাস্ত লিখিয়া, হিন্দুগণের স্বাক্ষর গ্রহণ করিয়া তিনি নিজে বেলবিডিয়রে উপস্থিত হইলেন। যেন তাঁহার নিজের ভগবতীর বিসর্জ্জনার পথে কে কণ্টক দিয়াছে। হিন্দুপেট্রিয়টের স্তম্ভে এসম্বন্ধে তিনি অনেক লেখা লেখিও করিলেন। অবশেষে, ছোট লাট্ সর রিচার্ড টেম্পল বাহাদুর প্রতিমা বিসর্জ্জনার রহিত আজ্ঞা রদ্ করিলেন। সেই অবধি পাণ্ডুয়ায় দশভুজার বিসর্জ্জন নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতেছে। কৃষ্ণদাস এইরূপে সাধারণ দরিদ্র হিন্দুমণ্ডলীর উপকার করিয়াছিলেন। নিজে

হিন্দুসন্তান হইয়া তিনি যে হিন্দুর কার্য্য করিয়াছিলেন তাহাতে আবার প্রশংসা কি? প্রশংসা এইজন্য করিতে হয় যে তিনি নিজে একজন উত্তম কৃতবিদ্য হইয়া স্বজাতির ক্রিয়া কলাপের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন নাই। ইহাই তাঁহার পরম গৌরবের কথা। ইহা ব্যতীত দুর্গোৎসবের অবকাশ কমাইবার যে প্রস্তাব হয় তাহাতে কৃষ্ণদাস ঘোর আপত্তি করেন। ১৮৬১ খৃঃ বঙ্গীয় বণিক সমিতি দুর্গাপূজার ছুটি কমাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। এই বিষয়ে মীমাংসা করিবার জন্য এক সভা নিযুক্ত হয়। মিষ্টার হার্বি সাহেব, মিষ্টার ডব্লিউ, এছ, ফিটজ্ উইলিয়াম, বণিক সমিতির সভ্য, এবং বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর এই সভার সভ্য হয়েন। তাঁহারা প্রতিবৎসর হিন্দুর পর্ব্বোপলক্ষে ৩২ দিন ও দুর্গাপূজার উপলক্ষে ১০ দিন অবকাস দিতে অনুরোধ করেন। যাহা হউক গবর্ণমেণ্ট, সেই সময়ে অন্যান্য পর্ব্বাহ উপলক্ষে ২৭ দিন ও দুর্গাপূজার সময়ে ১২ দিন ছুটি দিতে আজ্ঞা করেন। পরে ১৮৭৪ খৃঃ পুনরায় বণিক সমিতি ঐ ছুটি কমাইতে গবর্ণমেণ্টকে আবেদন করেন। পূর্ব্বের ন্যায় আবার এক সভা বসিল। ড্যাম্পিয়ার সাহেব, ব্রুকস্ সাহেব, ব্রুস্ সাহেব, কক্‌রেল সাহেব, ম্যাকনিল সাহেব, মর্গ্যান সাহেব, রাজা দুর্গাচরণ লাহা ও কৃষ্ণদাস এই সভার সভ্য হন। শেষোক্ত দেশীয় মহাশয়গণের যত্নে, বিশেষত কৃষ্ণদাসের লেখনীগুণে ঐ ছুটির সময় পূর্ব্ববৎ বাহাল রহিল। ইহাতে কৃষ্ণদাস হিন্দুমণ্ডলীর কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাসের আচার ব্যবহার।

আচার ব্যবহারে কৃষ্ণদাস অতি পবিত্র ছিলেন। হিন্দুর ন্যায় তাঁহার সমস্তই আচার ব্যবহার ছিল। বাবু হরিমোহন সেন ঢাকাজেলার একজন সম্ভ্রান্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি কিয়দ্দিনের জন্য ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার শাসন ভার প্রাপ্ত হন। একদা কৃষ্ণদাস পীড়িত হইয়া ঐ মহকুমায় তাঁহার আলয়ে গমন করেন। হরিমোহন বাবু সাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন, এবং আহারাদির বিশেষ আয়োজন করিতে লাগিলেন। ছাগ মাংস প্রস্তুত হইবার আয়োজন হইল। মাংসে পলাণ্ডু দেওয়া হইবে কি না এই কথা কৃষ্ণদাসকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হাস্য করিয়া এই গল্পটি করিলেন। ১৮৭৭খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কৃষ্ণদাসপাঠ্যসমিতির সভ্য মনোনীত হইয়া শিমলা শৈলশিখরে গমন করেন। পথিমধ্যে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনেক বাঙ্গালী চাকুরি করেন। তাঁহারা এই সংবাদে প্রফুল্লিত হইয়া নানা স্থানে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। কোন একস্থানে কৃষ্ণদাস রেল হইতে অবতীর্ণ হইলেন। প্রবাসী বঙ্গসন্তানগণ দলে দলে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রেল হইতে নামাইয়া আপনাদিগের স্বস্থানে লইয়া গেলেন। নানাপ্রকার পোলাও মাংসাদি অগ্রেই তাঁহারা কৃষ্ণদাসের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আহারের সময় কৃষ্ণদাস পলাণ্ডুমিশ্রিত দ্রব্য খান না শুনিয়া তাঁহারা বড়ই দুঃখিত হইলেন। কৃষ্ণদাস দুই চারিখানি

রুটি নিজের ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া আহার করিলেন্।
এই গল্প আমরা হরিমোহন বাবুর মুখ হইতে শুনিয়াছিলাম।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল্ সরকারের বিজ্ঞান সভা ও কৃষ্ণদাস।

গত ২৫ বৎসরের মধ্যে, এদেশীয় কৃতবিদ্যগণ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে সকল সদনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে, শ্রদ্ধেয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান সভা সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গল-জনক। এই সভা সংস্থাপন করিয়া ডাক্তার মহাশয় যে আমাদের দেশের বহুল উপকার করিয়াছেন তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই সভা ১৮৭৬ খৃঃ প্রথমে সংস্থাপিত হয়। সভা সংস্থাপনের পূর্ব্বে ডাক্তার সরকারকে কঠোর পরিশ্রম, যত্ন, ও ত্যাগস্বীকার করিতে হইয়াছিল। এদেশে এরূপ নূতন প্রকারের বৈজ্ঞানিক সভা সংস্থাপনের জন্য প্রভূত অর্থের প্রয়োজন বুঝিয়া, ডাক্তার সরকার কৃষ্ণদাসের সহানুভূতি ও সাহায্য চাহিয়া ছিলেন। তিনি জানিতেন যে কৃষ্ণদাসের সাহায্য ব্যতীত এই কার্য্য সমাধা করা বড়ই কঠিন হইবে। কৃষ্ণদাস জমীদার সভার নেতা। তাঁহার এক কথায় যাহা হইবে অন্যের সহস্র কথায় তাহা হইবে না, ইহা সরকার মহাশয় ভালরূপে জানিতেন। অধিক তাঁহার কৃষ্ণদাসের স্বভাবও জানা ছিল। অন্যলোকে একটি সৎকার্য্য করিতেছে, সে কার্য্যের ফলভাগী

আমি হইব না বলিয়া, কিম্বা তাহাতে আমার নাম হইবে না বলিয়া কৃষ্ণদাস তাহাতে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হইবার লোক নহেন, ইহা মহেন্দ্র বাবুর ভাল জানা ছিল। কৃষ্ণদাসের পরের কার্য্যেও যেমন উৎসাহ ও উদ্যম, যত্ন ও চেষ্টা, নিজের কার্য্যেও তদ্রূপ। তিনি প্রায় সমস্ত দেশহিতকর কার্য্যের মুলীভূত উত্তেজক ও প্রবর্ত্তক ও সম্পাদক হইয়া প্রচ্ছন্নে কাজ করিতে ভাল বাসিতেন, নিজের নাম জাহির করিতে বড়ই অনিচ্ছুক ছিলেন। এই সকল কারণ বশত ডাক্তার সরকার কৃষ্ণদাসের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আশাতীত ফল লাভ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস বিজ্ঞান সভার পক্ষে হিন্দুপেট্রিয়টে অনেক সুদীর্ঘ, যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলেন, প্রচ্ছন্ন ভাবে জমীদারবর্গের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। রাজপুরুষগণকেও এই প্রস্তাবের সাহায্য করণার্থ অনুরোধ করিতে ক্ষান্ত হই-লেন না। এইরূপে প্রায় লক্ষাধিক মুদ্রা সংগৃহীত হইলে, সভার বর্ত্তমান গৃহ প্রস্তুত হইল। ঐ সভার প্রথম সাম্বৎ-সরিক অধিবেশনে বড় লাট লর্ড নর্থব্রুকের সম্মুখে ডাক্তার সরকার এক সুন্দর তেজস্বিনী বক্তৃতায় কৃষ্ণদাসের নিকট এই বলিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন যে "কৃষ্ণদাসের সাহায্য ব্যতীত হয়ত এইসভা আদৌ সংস্থাপিত হইত না।"

কলিকাতা মিউনিসিপাল্‌টির সভ্য।

১৮৬৩ খৃঃ কৃষ্ণদাস উক্ত সভার সভ্য মনোনীত হয়েন। কৃষ্ণদাস এই কার্য্যে নিযুক্ত হইলে কেহ-কেহ সেই সময়ে হিংসা প্রকাশ করেন। বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট কৃষ্ণদাস এ বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করিলে তিনি তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলেন যে হিংস্রক লোকে যে যাহাই বলুক্‌না কেন, কালে তুমি নিজ বুদ্ধিবলে এই সভার সর্ব্বেসর্ব্বা হইবে। বাস্তবিক, পরিশেষে তাহাই ঘটিয়াছিল। কৃষ্ণদাস স্বীয় বুদ্ধিবলে ক্রমে ক্রমে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজ কর্ম্মচারী ও সভ্যগণের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া, সুন্দর কৌশলজাল বিস্তৃত করিয়া মহানগরীর করদাতাদিগের অশেষবিধ মঙ্গলসাধন করেন। ১৮৬৬ খৃঃ ১৩ই সেপ্টম্বর, তদানীন্তন সভাপতি সর্ ষ্টুয়ার্ট হগ সাহেব কৃষ্ণদাসকে মাসিক ৩০০শত টাকা বেতনে মিউনিসিপালটির মকদ্দমা সকল বিচার ও নিষ্পত্তি করণার্থ নিযুক্ত করিবার জন্য প্রস্তাব করেন, কিন্তু সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। আর এক সময়ে কৃষ্ণদাসকে গবর্ণমেণ্ট উক্ত সভায় সহকারী সভাপতির পদে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন কিন্তু কৃষ্ণদাস তাহা গ্রহণ করেন নাই। কৃষ্ণদাস এই সভায় যে সকল বক্তৃতা করিতেন তাহা আদর্শ বলিয়া সাহেবেরা বিবেচনা করিতেন। ধীরবুদ্ধি, রাজনীতিজ্ঞ কৃষ্ণদাস বক্তৃতার সময়ে আপনার প্রধান প্রতিপক্ষের প্রতি অতি সম্মান প্রদর্শন করি-

তেন। এই জন্যই তাঁহার এত সম্মান হইয়াছিল। ক্রোধভরে কাহারও প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেন না। এইরূপে কার্য্য করিতে করিতে কৃষ্ণদাসের আধিপত্য ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কৃষ্ণদাস সেই সুযোগে কলিকাতা মিউনিসিপাল্‌-টির মধ্যে অনেক এদেশীয় কৃতবিদ্যলোকের চাকুরী করিয়া দিয়াছিলেন। এখন মিউনিসিপাল আর্ফিসে যে সকল প্রধান প্রধান বাঙ্গালী বড় বড় কর্ম্ম করিতেছেন তাহারা সকলেই কৃষ্ণদাসের নিকট এ বিষয়ে ঋণী ছিলেন। ছোট ছোট চাকরী যে তিনি কত করিয়া দিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা নাই। তিনি চাকুরে লোকের প্রধান মুরুব্বী ছিলেন। যে কোন ব্যক্তি, পরিচিতও হউক বা অপরিচিত হউক, তাঁহার নিকট দুঃখ জানাইলে, তিনি চাকরী করিয়া দিতেন। এই জন্য চাকরী বৃত্তি অবলম্বনকারী লোকদিগের নিকট কৃষ্ণদাস পূজ্য ছিলেন।

কলিকাতায় আত্মশাসন প্রণালী ও কৃষ্ণদাস পাল।

১৮৭৬ খৃঃ বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোট লাটসাহেব, সর্ রিচার্ড টেম্পল, কলিকাতার মিউনিসিপাল্‌টির সভ্যনিয়োগ সম্বন্ধে আত্মশাসন প্রণালী চালাইতে ইচ্ছুক হয়েন। কৃষ্ণদাস এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। সত্যের অনুরোধে আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে কৃষ্ণদাস এই সম্বন্ধে ভুল করিয়াছিলেন।

শ্রদ্ধেয় বাবু শিশিরকুমার ঘোষ (অমৃতবাজারের সম্পাদক) ও বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণদাসের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া কলিকাতায় আত্মশাসন প্রণালীর প্রবর্ত্তন করান।

ব্যবস্থাপক সভায় কৃষ্ণদাস।

১৮৭২ খৃঃ কৃষ্ণদাস বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হন। এই সভায় সময়ে সময়ে যে সকল ব্যবস্থা আলোচিত হইয়াছিল তাহাতে কৃষ্ণদাস বিশেষ বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতা প্রকাশ করেন। ১৮৭৫ খৃঃ মাননীয় ড্যাম্পিয়ার সাহেব মফস্বলের মিউনিসিপালিটি সমূহের কার্য্য পরিচালনার জন্য যে ব্যবস্থা করেন, তাহাতে কৃষ্ণদাস যে সকল সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে জানা যায় যে কৃষ্ণদাস মফস্বলের অবস্থা সুন্দররূপ অবগত ছিলেন। এই আইন সংশোধনের সময় তিনি অতি পাণ্ডিত্যপরিপূর্ণ তেজস্বনী বক্তৃতা করেন। তাঁহার প্রস্তাবানুসারে ঐ আইনের অনেকাংশ সংশোধিত হয়। পথকর আইন সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতা অতি শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল।

কৃষ্ণদাস ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য।

১৮৮৩ খৃঃ ৯ই ফেব্রুয়ারি, কৃষ্ণদাস উক্ত সভার সভ্য হন। এই সময়ে একদা আমরা তাঁহাকে কাজ কর্ম্মের কথা জিজ্ঞা-

সিলে,তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন,"রাম গোপাল বাবু! আমায় এত কাজ করিতে হইতেছে যে আমার শরীর আর অধিকদিন টিকিবে না"। বঙ্গীয় প্রজা ও জমিদারদিগের সম্বন্ধে আইন (Bengal Tenancy Bill) এই সময়ে ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত হইলে, বড় লাট্ রিপন বাহাদুর কৃষ্ণদাসকে জমিদার দিগের প্রতিভূস্বরূপ সভ্য নিযুক্ত করেন। এই সময়ে ফৌজদারী দণ্ডবিধি Criminal Procedure Amendment Bill) সংশোধন করিবার প্রস্তাব হয়। প্রাতঃস্মরণীয় ইল্‌বার্ট সাহেব মহোদয় ও বড়লাট বাহাদুর মহামতি রিপন সাহেব এই বিলের স্রষ্টা ও সমর্থনকারী ছিলেন। সেই জন্য ইহাকে সচরাচর "ইলবার্ট বিল্" বলিত। ইল্‌বার্ট সাহেব তখন ব্যবস্থাপক সভার আইন প্রস্তুতকারী সভ্য ছিলেন। এই আইন দ্বারা প্রস্তাব হয় যে এ দেশীয় ইংরাজ দিগের ফৌজদারী বিচার ভার দেশীয় জজ্ ও মাজিষ্ট্রেট্ দিগকেও দেওয়া হইবে। এই প্রস্তাবে সাহেবেরা অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার ঘোর প্রতিবাদ করেন। কৃষ্ণদাস এই সময়ে সাহেবদিগের বিদ্বেষ কমাইবার জন্য যে সকল সুন্দর বক্তৃতা করেন,তাহা পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। বক্তৃতার এক স্থলে সাহেবদিগকে এই বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেনঃ—"স্বজাতীয় গৌরবাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ের বড়ই প্রশংসনীয় গুণ। জাতীয় উন্নতি, সৎসাহসীর সাহস, দেশ ভক্তের আত্মবিসর্জ্জন এবং সমস্ত সৎকার্য্যের ইহা প্রসূতি স্বরূপ। কিন্তু ইহা অপেক্ষা মানবহৃদয়ে আরও উৎকৃষ্ট দেবভাব দেখিতে

পাওয়া যায়। দুর্ব্বল ও ম্রিয়মাণকে বলীয়ান করা, সুখকর ব্যবস্থার প্রণয়ন দ্বারা মানবের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা, সকল প্রজার প্রতি সমভাবে ন্যায় বিচার করা, ও সকলকে একবিধ ব্যবস্থায় আবদ্ধ রাখা, ইংরেজের রাজনৈতিক উন্নতির ও শ্রীবৃদ্ধির ভিত্তি স্বরূপ। আমি ইংরেজদিগের সেই দেবভাবের নিকট দোহাই দিতেছি।" বক্তৃতার অন্যান্য অংশ অনুবাদ করা এস্থানে অসম্ভব। কৃষ্ণদাস সময়বিশেষে কিরূপ বক্তৃতা করিলে শ্রোতাদিগের হৃদয়ে কিরূপ ভাব উৎপন্ন হইবে তাহা ভাল বুঝিতেন। তাই ঝোপ্ বুঝিয়া কোপ্ মারিতেন, কাজও উত্তম হইত। ব্যবস্থাপক সভায় কৃষ্ণদাস যেরূপ স্বাধীনভাবে অথবা মিষ্ট ও নম্র ভাষায় স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার গৌরববৃদ্ধি হইয়াছিল। অস্মদ্দেশীয়গণ ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়া কিরূপে গবর্ণমেণ্টের ও জনসাধারণের উপকার সাধন করিতে পারেন, কৃষ্ণদাস তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

কৃষ্ণদাসের চরিত্র।

পঞ্চম অধ্যায়।

ইংরেজীতে কৃতবিদ্যগণের মধ্যে কৃষ্ণদাসের ন্যায় সচ্চরিত্র, অমায়িক, মিষ্টভাষী, পরোপকারী, নিরহঙ্কার, বিলাসশূন্য লোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। একাধারে এতগুলি গুণ ছিল বলিয়া কৃষ্ণদাসের এত সম্মান হইয়াছিল। কৃষ্ণ-

দাসের মস্তিষ্কের গুণ অপেক্ষা তাহার হৃদয়ের গুণ অধিক ছিল। তিনি যে পরিমাণে বুদ্ধিমান, সুলেখক, সংবক্তা ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন, তদপেক্ষা বেশী দয়াবান, মিষ্ট-ভাষী, সদালাপী, পরোপকারী, বিলাসশূন্য, শান্ত ও নম্র ছিলেন। কৃষ্ণদাস এই সকল নৈতিক গুণ বলেই সমাজের নেতা হইয়াছিলেন। নিম্নে তাঁহার জীবনের যে সকল প্রকৃত ঘটনার গল্প প্রকটিত হইবে তাহা দ্বারাই স্পষ্ট প্রমাণ হইবে যে, কৃষ্ণদাসের বুদ্ধিবল অপেক্ষা তাহার হৃদয়ের বল অধিক ছিল। এই মহৎ বলে বলীয়ান্ হইয়া তিনি জনসাধারণের প্রীতি ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়া ছিলেন। কৃষ্ণদাসের এই সুন্দর আদর্শ জীবনের মূলমন্ত্র দুইটি ছিল। তিনি আমাদিগকে একদা বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার জীবনের সমস্ত কার্য্য দুইটি নিয়ম অনুসারে পরিচালিত হইয়াছিল। তিনি বাল্যকালে প্রাতঃস্মরণীয় কৃষ্ণপান্তির এক গল্প শ্রবণ করেন। রাণাঘাট পাল চৌধুরীর আদি পুরুষ কৃষ্ণপান্তি মহাশয় বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা ধনবান্ হইলে, কোন এক ক্রিয়া উপলক্ষে, কুটুম্ব, স্বজন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী জমীদার ও অন্যান্য শ্রেণীর লোককে আহ্বান করিবার প্রয়োজন হয়। কর্ম্মকর্ত্তা মহাশয় কৃষ্ণপান্তিকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এই সকল নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে কি কি পাঠে পত্রাদি লেখা যাইবে। তদুত্তরে হিন্দুশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণপান্তি এই বলিলেন যে "আমি পাঠ্ মাঠ্ বুঝি না, যাহাতে আমি সকলের নিকট ছোট হইয়া থাকি" এই মর্ম্মে পত্রাদি লেখা যাউক।

কৃষ্ণদাস কৃষ্ণপান্তির ন্যায় সকলেরই নিকট ছোট হইয়া থাকিতে প্রয়াস পাইতেন। এই নম্রতা তাঁহার জীবনের একটি প্রধান মূল মন্ত্র ছিল। দ্বিতীয় নিয়মটি প্রথমের অপেক্ষা কার্য্যে পরিণত করা আরও কঠিন ; বিভিন্ন লোকের গুহ্য-কথা শুনিয়া তাহা চাপিয়া রাখিবার ক্ষমতা। তিনি বলিতেন যে কলিকাতার অর্দ্ধেক লোকের গুহ্য কথা তাঁহার জানা আছে, তিনি তাহা কখনও প্রকাশ করেন নাই। দুই জনের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইলে দুই জনই কৃষ্ণদাসের নিকট পরস্পরের নিন্দা ও পরস্পরের গুহ্য কথা বলিতেন, কিন্তু কৃষ্ণদাস উভয়ের কথা গোপন করিয়া সুন্দর দূতীগিরি করিতে পারিতেন। অন্যান্য গুণের কথা নিম্নে দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করা যাইবে।

কৃষ্ণদাসের গাম্ভীর্য্য, সহিষ্ণুতা, ও ক্ষমাগুণ।

নিম্নে যে গল্পটি লিখিত হইতেছে তাহা শুনিলে পাঠকগণের শরীর রোমাঞ্চিত হইবে, তাঁহাদের মনে অপূর্ব্ব ভক্তি রসের সঞ্চার হইবে। তাঁহারা কৃষ্ণদাসের হৃদয়ের অলোক সাধারণ নৈতিক বলের পরিচয় পাইবেন। কৃষ্ণদাস এই সকল গুণেই যথার্থ বড় লোক হইয়াছিলেন। এই গল্পটি আমাদের কল্পনা প্রসূত নহে। ইহা আমরা বারেন্দ্র জমীদারশ্রেষ্ঠ রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুরের মুখে শুনিয়াছিলাম। গল্পটি এই। বাঙ্গালার অপ্রাপ্ত বয়স্ক জমীদারদিগের সুশিক্ষার নিমিত্ত কলিকাতায় কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্ (Court of Wards' Institu-

tion) নামক এক স্থান ছিল। এই স্থানে শ্রদ্ধেয় রাজা (তখন রাজপুত্র) শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর শিক্ষার জন্য আনীত হন। সেই সময়ে গোবরডাঙ্গার প্রসিদ্ধ জমীদার সারদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য নাবালক রাজপুত্রগণ এই স্থানে একত্র বাস করেন। এই সময়ে ঐ সকল অপ্রাপ্ত বয়স্ক জমীদার পুত্র কত বয়সে প্রাপ্তবয়স্ক হইবেন এই প্রশ্ন গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন হয়। নাবালকগণ ও তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনের ইচ্ছা যে ১৮ বৎসরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই ভাল হয়। কিন্তু কৃষ্ণদাস হিন্দু পেট্রিয়টে ২১ বৎসরের জন্য লিখিতে আরম্ভ করিলেন ইহাতে ইঁহারা কৃষ্ণদাসের উপর বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। অশুভক্ষণে তাঁহাদের ঘাড়েভূত চাপিল। তাঁহারা একদা পরামর্শ করিলেন যে, তাঁহারা কৃষ্ণদাসকে ইহার জন্য অপমানিত করিবেন। কৃষ্ণদাস হঠাৎ একদিন তাঁহাদিগের শিক্ষা ও বাস ভবনে আসিয়া উপস্থিত। আসিয়া দেখিলেন যে, তথায় তাঁহার প্রিয় বন্ধু বঙ্গের কুলতিলক রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র নাই। কৃষ্ণদাস যখন বালকদিগের সহিত কথাবার্ত্তা ও তত্ত্বাবধারণ করিতে আরম্ভ করিলেন তখন বালকগণ সুযোগ পাইয়া অপমান করিবার আয়োজন করিলেন। কেহ বা গোবর গুলিয়া কেহ বা ঝাঁটা হাতে করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। গোবর জল গায় অল্প মাত্র দেওয়া হইল, ঝাঁটাও দেখান হইল। শান্তপ্রকৃতি, গম্ভীর, ক্ষমাশীল কৃষ্ণদাস বালকদিগের এই ঘোর দূষণীয় অসৎ ব্যবহারে চাঞ্চল্য বা ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া ধীর ভাবে

সেস্থান হইতে চলিয়া গেলেন। তখন রাজপুত্র ও জমীদার সন্তানগণের চমক্ ভাঙ্গিল। তখন তাঁহারা পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিলেন, হায়! আজ্ আমরা কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়া ছিলাম, যে এ হেন কৃষ্ণদাসকে এইরূপে অপমানিত করিলাম। তত্বাবধায়ক্ মহাশয় এই কথা শুনিলে আমাদের কতই লাঞ্ছনা, কতই শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। হয় ত এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টেও রিপোর্ট হইবে। এইরূপ অনুতাপ করিয়া তাঁহারা সমস্ত দিন অনাহারে কাটাইলেন। পর দিন প্রত্যূষে রাজা রাজেন্দ্র লাল আসিলে সর্ব্বনাশ হইবে, এই কথা সমস্ত রাত্রি তাঁহারা মনে তোলাপাড়া করিতে লাগিলেন। পর-দিন রাজা আসিয়া কোন কথাই বলিলেন না। তখন এই নাবালকগণের ধড়ে প্রাণ আসিল। কিন্তু তাঁহাদের ভয় সহজে দূরীভূত হইবার নহে। তাঁহারা মনে মনে ভাবিলেন যে কৃষ্ণদাসের সহিত হয়ত তত্বাবধায়কের দেখা হয় নাই, দেখা হইলে সমস্ত কথা বলিলেই সর্ব্বনাশ। একদিন, দুইদিন গেল, কোন কথাই নাই। পরে একদা কৃষ্ণদাস রাজার সহিত একত্র ওয়ার্ডে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া যে সকল বালক তাঁহাকে অপমান করিয়াছিলেন তাঁহাদেরই প্রতি কতই স্নেহ ও প্রীতি দেখাইলেন। এই অপমানের কথা রাজাকে ঘুণাক্ষরেও বলেন নাই। কৃষ্ণদাস যত দিন জীবিত ছিলেন এই বালকগণ সাবালক হইলে সর্ব্বদাই তাঁহা-দের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিতেন। কৃষ্ণদাসের এই আশ্চর্য্য ক্ষমা-শক্তির ইহা একমাত্র দৃষ্টান্ত নহে।

কৃষ্ণদাসের বিলাসশূন্যতা।

কৃষ্ণদাস সামান্য অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করিয়া পরিশেষে স্বীয়গুণে যখন ধনী ও মানী হইলেন তখন বিলাস তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। নির্ধন ধনী হইলে, সামান্য লোক মানী হইলে বিলাসের হাত এড়াইতে পারেন না। যে পারে সে ত স্বর্গের লোক। বিলাসে মানুষকে অলস ও অকর্ম্মণ্য করে, পাপপথে লইয়া যায়, নিরহঙ্কারকে অহঙ্কারী, ও মনুষ্যবিদ্বেষী করে। বাল্যে ও যৌবনকালে দুঃখের খোলায় ভাজা ভাজা হইয়া কৃষ্ণদাস বুঝিয়াছিলেন যে, এ সংসারে দুঃখীর সন্তানের বিলাসী হওয়া সর্ব্বনাশ। তাই তিনি তাঁহার জীবনে অপূর্ব্ব বিলাসশূন্যতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাস প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া এক খানি সামান্য বার আনার বিলাতি ধুতি পরিয়া খোলা গায়ে আপনার বাটীর বারন্দায় আসিয়া বসিতেন। বসিবার একখানি চামড়া মোড়া হেলানে সামান্য কেদারা ছিল। বামভাগে একখানি ছোট টেবিল ছিল; তাহাতে দেওয়াত্ ও কাগজাদি রাখিতেন। তিনি কখনই টেবিলের উপর কাগজ রাখিয়া লিখিতেন না। সে-কেলে হিন্দুদিগের ন্যায় তিনি বাম হস্তে কাগজ রাখিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে পত্রাদি লিখিতেন। তিনি গল্প করিতে করিতে হিন্দু পেট্রিয়টের সুদীর্ঘ প্রবন্ধাদি লিখিতেন। লিখিবার সময় কত লোক কত বাজে কথা বলিত, কত আমোদ করিত। কৃষ্ণদাস প্রবন্ধ লিখিতে লিখিতে তাঁহাদের সহিত সমভাবে

আমোদ করিতেন। এইরূপে তিনি দুই প্রহর কাল পর্য্যন্ত বাহিরে বসিয়া সকল লোকের সহিত দেখা শুনা, ও আলাপ করিতেন। কি ছোট, কি বড়, সকলকেই সমান রূপে আদরসম্ভাষণ করিতেন। ব্রাহ্মণ দেখিলেই নমস্কার করিয়া বসিতে বলিতেন। পরে স্বহস্তে একটু তৈল মাখিয়া স্নান করিয়া, আহারান্তে, ব্রিটিস্ ইণ্ডিয়ান সভায় যাইতেন। বৈকালে বাটী আসিয়া সন্ধ্যার সময় শীঘ্র আহার করিয়া বাটীর বৈঠকখানায় রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত বসিয়া লোকের সহিত সদালাপ করিতেন। নিজের শরীর অসুস্থ হইলে কিম্বা পরিবারবর্গের মধ্যে কাহারও পীড়া হইলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যাইত না। একদা আমরা তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের ওলাউঠা হইলে দেখিতে যাই। কৃষ্ণদাসের বাটী গিয়া তাঁহার মুখে শুনিলাম বালক মুমূর্ষু প্রায়। কিন্তু তিনি অবিচলিতচিত্তে আর আর দিনের ন্যায় লোকের সহিত কথাবার্ত্তা করিতেছেন, কাহারও বা সুপারিস্ চিঠী দিতেছেন, হিন্দুপেট্রিয়টের জন্য প্রবন্ধাদি লিখিতেছেন, যেন সংসারে কোন বিভ্রাটই হয় নাই। বেশভূষায় তাঁহার কিছুমাত্র সখ্ ছিল না। তিনি লক্ষপতি হইয়াও কখনও গাড়ীঘোড়া রাখেন নাই। কৃষ্ণদাস সেকেলে হিন্দুর ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তির হাবভাব, ঠমক্ ও চটক্, গরিমা ও অহঙ্কার, তাঁহাতে দৃষ্ট হয় নাই। এই জন্যই কৃষ্ণদাস হিন্দুর নেতা হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাসের অমায়িকতা, পরোপকারিতা ও কার্য্যশীলতা।

ধনবান্ ও দরিদ্র, পণ্ডিত ও মূর্খ, সকলেরই প্রতি কৃষ্ণদাস সমভাব দেখাইতেন। সকলেরই প্রতি সমান আদর ও সমান স্নেহ প্রকাশ করিতেন। আমরা তাঁহার সঙ্গে প্রায় বিশ বৎসরকাল একত্র থাকিয়া দেখিয়াছিলাম যে, ধনবান্ ও দরিদ্রে তিনি কোন প্রভেদ করিতেন না। কত সময় কত দরিদ্র, সামান্য লোক তাঁহার মজ্‌লিসে বসিয়া থাকিত, ধনবান্ কিম্বা পণ্ডিত লোক আসিলে তাহাদিগকে স্থানান্তরে বসিতে কখনই বলিতেন না। এমন কি তাঁহার প্রিয় ধনবান বন্ধুগণ আসিলে তাঁহাদের কথা কানে কানে শুনিয়া আবার অন্যান্য লোকের সঙ্গে গল্পাদি করিতেন। কোন সময়ে কোন ব্যক্তির প্রতি উপেক্ষা বা তাচ্ছল্য প্রকাশ করিতেন না। দিবসান্তে কঠোর পরিশ্রম করিয়া আসিয়া ক্লান্তি বোধ করা দূরে থাকুক, অগ্রে বৈঠক্‌খানায় যে সকল লোক উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া বাটীর ভিতর কাপড় ছাড়িতে যাইতেন। কৃষ্ণদাসের সহিত একবার কোন ব্যক্তির পরিচয় হইলে তিনি তাঁহার নাম ধাম কখনই ভুলিতেন না। দশ বৎসর পরে দেখা হইলেও তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিতেন। কৃষ্ণদাস এমনি সুমিষ্টভাষী, অমায়িক লোক ছিলেন যে, তাঁহার সহিত একত্র থাকিলে স্বর্গীয় সুখ অনুভূত হইত। বড় লোকের মধ্যে কৃষ্ণদাসের ন্যায় সদালাপী, মিষ্ট-

ভাবী লোক অতি অল্পই আমরা দেখিয়াছি। পরোপকার করা তাঁহার প্রধান ধর্ম্ম ছিল। সুপারিস চিঠী যে তিনি কত সহস্র ব্যক্তিকে অম্লান বদনে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। অনেক মুন্সেফ ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও জমীদার বিপদে পড়িয়া কৃষ্ণদাসের নিকট বড় বড় রাজকর্ম্মচারীর নিকটে সুপারিসপত্র লইয়া পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। কৃষ্ণদাসের কার্য্যশীলতা অত্যাশ্চর্য্য ছিল। তিনি প্রায় প্রত্যহ ১৬ ঘণ্টা করিয়া কঠোর মানসিক পরিশ্রম করিতেন, সর্ব্বদাই লেখাপড়া, লোকের দরখাস্তাদি লেখা, সহি সুপারিস করা, বা বিবাদমীমাংসা প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। আয়াস বা আমোদ করিয়া সময়ক্ষেপণ করিতে আমরা কখনই তাঁহাকে দেখি নাই। কার্য্যই তাঁহার মহাব্রত ছিল। মনুষ্যের উপকারসাধন করা তাঁহার জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিল। তাঁহার ন্যায় কার্য্যকুশল পুরুষ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

—:—

কৃষ্ণদাস ও রেবারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়।

রেবারেণ্ড কৃষ্ণমোহন ইংরেজী কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে একটী বড়লোক ছিলেন। তিনি যেমন পণ্ডিত, সেইরূপ সৎসাহসী, নির্ভীক ও উচিতবক্তা ছিলেন। একদা তিনি কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কোন ওয়ার্ডের সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত

হইবার চেষ্টা করেন। চেষ্টায় বিফল হইবার সম্ভাবনা হইলে, কৃষ্ণদাস, তাঁহার পরমবন্ধু প্রসাদদাস দত্ত মহাশয়কে ডাকিয়া বলিলেন, যে তুমি কৃষ্ণমোহনের জন্য ভোট সংগ্রহ কর। কৃষ্ণমোহন ব্যতীত মিউনিসিপালিটিতে উচিত কথা বলিবার আর লোক নাই। সে বৎসরের নির্ব্বাচনে, কৃষ্ণমোহন সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস ইহাতে অনেক লোককে তলায় তলায় অনুরোধ উপরোধ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণমোহনের প্রতি কৃষ্ণদাসের বড় ভক্তি ছিল। কৃষ্ণমোহনকে তিনি রাজনৈতিক পাদ্রি (**Political Padre**) বলিতেন।

তৃষ্ণায় জলপানে চাকরী করিয়া দেওয়া।

শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের মুখে এই গল্পটি আমরা শুনিয়াছি। একদা কৃষ্ণদাস সপরিবারে দেওঘর তীর্থে গমন করেন। তীর্থ দর্শন করিয়া ফিরিবার সময় অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া এক ব্যক্তির বাটীতে জল পানের জন্য তিনি উপস্থিত হইলেন। বাটীর এক যুবক জল আনিয়া দিল। জল খাওয়ার পর যুবক আগন্তুক ব্যক্তির নাম জিজ্ঞাসিলে অপরিচিত ব্যক্তি বলিলেন, "আমার নাম কৃষ্ণদাস পাল"। যুবক বলিল আপনি কি সেই হিন্দু-পেট্রিয়টের সম্পাদক কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাস বলিলেন, হাঁ। তখন বালক স্তব স্তুতি করিয়া আপনার দুঃখ জানাইল এবং বলিল মহাশয়! লোকের মুখে শুনিয়াছি, আপনি বড় দয়া-

বান, কত লোকের আপনি চাকরী করিয়া দিয়াছেন। যদি দয়া করিয়া আমার একটি কাজকর্ম্ম করিয়া দেন, তাহা হইলে আমার সাংসারিক কষ্টের নিবারণ হয়। কৃষ্ণদাস, যুবককে কলিকাতায় তাঁহার সহিত দেখা করিতে বলিলেন। যুবক কলিকাতায় আসিলে কৃষ্ণদাস তাহাকে কোন আফিসে চাকরী করিয়া দেন।

কৃষ্ণদাসের পারিবারিক অবস্থা।

ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসাদে কৃষ্ণদাস, ধন ও মান লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভগবান তাঁহাকে পারিবারিক সুখ হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস ১৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে প্রথমে জোড়াসাঁকো নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন পাল মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী করুণাময়ী দাসীকে বিবাহ করেন। এই স্ত্রীর গর্ভে এক কন্যা ও তিন পুত্রসন্তান জন্মে। তন্মধ্যে প্রথমা কন্যা ও পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু রাধাচরণ পাল মহাশয় জীবিত আছেন। ১৮৭২ খৃঃঅব্দে এই প্রথমা স্ত্রীর ওলাউঠা রোগে মৃত্যু হয়। অন্যান্য সন্তানগণও ঐ রোগে মারা যায়। প্রিয়তমা প্রণয়িনী ও স্নেহাস্পদ সন্তানগণের মৃত্যুতে তাঁহার মনে যেরূপ ক্লেশ হইয়াছিল, তাহা তিনি লেথ্‌ব্রিজ সাহেবকে এক পত্রে এইরূপ লিখিয়াছিলেন। "পরমেশ্বর আ[illegible] সাংঘাতিক শাস্তি দিয়াছেন, আমি সেই ভগবানের উ[illegible]র নির্ভর করিলাম, কিন্তু এই-জীবনে আর কোন স্পৃহা নাই, এবং বোধ হয় আমি আর-অধিক

দিন বাঁচিব না।” দুর্ব্বিষহ শোক কৃষ্ণদাস অতি ধৈর্য্যের সহিত সংবরণ করেন। পরে পিতা মাতার অনুরোধে ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন। এই স্ত্রীর একটী সন্তান হয়, সেটিও ওলাউঠা রোগে প্রাণত্যাগ করে। সেই স্ত্রী এখনও জীবিত আছেন। কৃষ্ণদাস আপনার বৃদ্ধ পিতা মাতা ও শিশু সন্তানদিগের ভরণপোষণ জন্য অর্থ সঞ্চয় করিতে প্রয়াস পাইতেন। তিনি বলিতেন “আমার মৃত্যু সন্নিকট, এই সকল নিঃসহায় পরিবারবর্গের ভরণপোষণার্থে আমাকে কিছু উপায় করিয়া যাইতে হইবে।” তাই, তিনি অতি পরিমিত ব্যয়ে অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন। পিতা মাতার প্রতি কৃষ্ণদাসের প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহাদিগের অনুরোধে কৃষ্ণদাস অনেকবার দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন।

গঙ্গাতীরে কৃষ্ণদাস।

১৮৮৪খৃঃ অব্দের ২৪শে জুলাই বহুমূত্র রোগে কৃষ্ণদাস মানবলীলা সংবরণ করেন। এই রোগ ১৮৭২ প্রথমে তাঁহাকে আক্রমণ করে। প্রসিদ্ধ কবিরাজ ব্রজনাথ সেনের চিকিৎসায় এই রোগের কথঞ্চিৎ উপশম হইয়া থাকে। পরে ১৮৮৪সনের মে মাসে উহা বলবতী হ[illegible]বং তাঁহাকে সংহার করে। রোগ হইবার পূর্ব্বে এপ্রেল মাসে আ[illegible]দের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, কৃষ্ণদাস আমাদিগকে বলেন “মহাশয়! আমার তলব

আসিয়াছে, বোধ হয় পূজার পূর্ব্বেই সমস্ত শেষ হইয়া যাইবে”। কৃষ্ণদাস পূর্ব্ব হইতেই মরণের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন। অকাল মরণে তাঁহার মনে কিছু ভয় ছিল না, কেবল বৃদ্ধ পিতা মাতার জন্য তিনি সময়ে সময়ে দুঃখ করিতেন। কৃষ্ণদাসের মৃতদেহ এ জীবনে শেষবার দেখিবার জন্য আমরা গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম কৃষ্ণদাসের অঙ্গে সেই বিশ বৎসরের পুরাতন সাদা আল্‌পাকার চাপকান, সেই কাল সামলা ও জামিয়ার রহিয়াছে। বহুমূত্র রোগের দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা তাঁহার সুকোমল স্বর্গীয় মুখচ্ছবিতে অঙ্কিত রহিয়াছে। প্রাণবায়ু চক্ষু দিয়া বাহির হইয়াছে। সঙ্গে বন্ধু বান্ধব প্রায় সকলেই আছেন। বেলা তিনটার পর আফিস সকল বন্ধ হইলে, নানা শ্রেণীর লোক নিমতলার শ্মশান-গৃহে সাধের কৃষ্ণদাসকে শেষ দেখা দেখিতে আসিলেন। আমাদের বোধ হয়, প্রায় ৫ সহস্র লোক সেই স্থানে সমাগত হইয়াছিলেন। ৫ টার পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল। সন্ধ্যাসমাগমে কৃষ্ণদাসের অকাল মৃত্যুতে দুঃখিনী মাতা বঙ্গভূমি শোক-তিমিরে সমাচ্ছন্না হইলেন। কৃষ্ণদাসের ভস্মাবশেষ ভাগীরথীগর্ভে প্রদত্ত হইল। পুণ্যসলিলা ভাগীরথী বোধ হয়, এরূপ মহান পুরুষের ভস্মাবশেষ এ শতাব্দীতে অতি অল্পই গ্রহণ করিয়াছেন।

এইরূপে ধনবানের সহায়, [illegible]এর আশ্রয়, নিপীড়িতের বন্ধু কৃষ্ণদাসের ইহলোকের পবিত্র জীবনের পরিসমাপ্তি হইল। কৃষ্ণদাস দুঃখ দারিদ্র্যের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম

করিয়া, কিরূপে বহু অর্থের অধিপতি ও সমগ্র হিন্দু সমাজের বরণীয় হইয়াছিলেন, তাহা উপস্থিত জীবনীতে পরিস্ফুট করিবার চেষ্টাকরা হইয়াছে। তিনি এক দিকে যেমন ক্ষমতাপন্ন, সম্ভ্রান্ত এবং রাজনৈতিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে প্রভূত শক্তির অবলম্বন ছিলেন, অন্যদিকে তেমনই বিনয়ী, নিরহঙ্কার, পরোপকার পরায়ণ ও সর্ব্বাংশে সকলের অবলম্ব হইয়া উঠিয়া ছিলেন। তাঁহার জীবনী লোক সমাজের শিক্ষার বিষয়। ইহাতে দম্ভের ছায়া নাই, গর্ব্বের আবেশ নাই, আত্মস্বার্থের কুটিল বিভ্রম নাই, প্রতারণা বা পরশ্রীকাতরতার বিকাশ নাই। ইহা ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুর পবিত্র ভাবে পরিপূর্ণ। হিন্দু এই সমস্ত গুণেই সাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ হইয়া থাকেন। হিন্দুতনয় কৃষ্ণদাসও এই সমস্ত গুণে হিন্দু সমাজের বরণীয় হইয়াছিলেন। কৃষ্ণদাসের নশ্বর দেহ বিলুপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার গুণ গৌরবের কখনও বিলয় হইবেনা। তাঁহার লোকহিতৈষিতা, তাঁহার সরলতা, তাঁহার স্বজন বৎসলতা, সংক্ষেপে পবিত্র হিন্দুত্বের নিদর্শন স্বরূপ। তাঁহার উদার ও মহান্ ভাব চিরকাল হিন্দু সমাজে গৌরবের বিষয় হইয়া থাকিবে।

সমাপ্ত।

(30/8)